বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প

প্রতিবেদন

Oxfam
International

প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প

২৩-২৫ অক্টোবর' ০৯ । নোয়াখালী ।

প্রতিবেদন
বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প ২০০৯

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০০৯

সম্পাদনা
নুরুল আলম মাসুদ

প্রতিবেদন
হাসান মেহেদী
নাছিমা মুন্নী

ছবি
শরিফুল ইসলাম সেলিম
রেক্সোনা পারভীন সুমি

সহযোগিতা
অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল

মুদ্রণে
আল্লারদান কম্পিউটার

প্রকাশক
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক- প্রান
বাড়ি # ৫, সড়ক # ৩০, হাউজিং এস্টেট
মাইজদী, নোয়াখালী, বাংলাদেশ।
ফোন : ০৩২১- ৬১৯২০
ই- মেইল : info@pran-bd.org
ওয়েব : www.pran-bd.org

যুক্ত কর সবার সঙ্গে.....

লালানগর, নোয়াখালী খাল পাড়ে নদীনির্ভর কিছু মানুষের গড়ে তোলা একটি গ্রাম। একদিন গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটি শুকিয়ে যায়- শুকিয়ে যায় এ গ্রামের মানুষের জীবিকায়নের সব জল। তারপর কেউ এক বেলা খেয়ে, কেউ বাড়ি বাড়ি কাজ করে, কেউ বা ভিক্ষে করে জীবনটা টেনে চলে। এটা নোয়াখালী শহরতলীর বেশ পুরোনো গল্প। কিন্তু গল্পটি আর শহরতলীতে আটকে থাকেনি, এক-দুই করে সব কানেই তা রচে যায়। জনাকয়েক মরিপড়ি লেগে যাই গ্রামের কাহিনী লিখতে; ক্যামনে একবেলা খেয়ে থাকেন, প্রথমদিন কিভাবে ভিক্ষা করলেন- কত প্রশ্ন। কিন্তু একজন নারী, তিনি কোন জবাবের ধার ধারেন না; পাল্টা প্রশ্ন তোলেন- আমরা যে গরিবীপনার মধ্যদিয়ে এতদিন টিকে আছি, তা লিখবেন না? তার কি দাম নাই? এই হচ্ছে আমাদের সমাজ- দারিদ্র্যসংগ্রামী মানুষ- রাষ্ট্রের কলকব্জা নিয়ন্ত্রণে উচ্চকণ্ঠওয়ালাদের মধ্যে যোগাযোগ ও বোঝাপড়ার চিত্র।

ধনীর বিশ্বায়ন দুনিয়াজোড়া অনেক সংখ্যাতাত্ত্বিক উন্নয়ন সাধন করলেও প্রতিদিন নতুন নতুন নানা সমস্যাও উৎপাদন করে চলছে। হালে জলবায়ু পরিবর্তনও আমাদের ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এমনসব বিষয় আমাদের দারিদ্র্য অবস্থাকে আরো বেশি ঘন করে তুলছে। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে যে পরিবর্তন তা আবার প্রকৃতিই ঠিকঠাক করে নেয়; কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি নয় বরং মানুষ নিজেই তার আজকের বিপন্নতা তৈরি করছে, এবং এ বিপন্নতার মধ্যে যারা সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তারা কোনভাবেই এর জন্য দায়ী নয়।

আজকের পৃথিবীতে কোন একটি উচ্চারণও আলাদা কিছু নয়, একই সময়ে কোথায়ও না কোথা একই বিষয়ে সমউচ্চারণ হচ্ছে। দরকার শুধু ছড়িয়ে থাকা সব উচ্চারণের মধ্যে একটি সাঁকো তৈরি করা। পৃথিবীজোড়া ছড়িয়ে থাকা উচ্চারণের মেলবন্ধনই প্রকাশ পাবে অধিকারের ইশতেহার রূপে। চিরকাল সবচেয়ে সৃজনশীল ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তরুণ প্রজন্ম। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের তরুণদের রাজনীতি-সমাজনীতিতেও রয়েছে সমান অংশীদারিত্ব। তরুণ শ্রেণীকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং তাদেরকে সক্রিয় করে তোলার মাধ্যমে অধিকার-জলবায়ু-ন্যায্যতার প্রশ্নে একটি সচলায়তন গড়ে তোলাই লক্ষেই আয়োজন করা হয় 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প'। বাংলাদেশের বিভিন্ন কোণা থেকে তরুণরা ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছে এবং আশার বিষয় হচ্ছে জলবায়ু ন্যায্যতার প্রশ্নে তরুণরা তাদের সমাজের মধ্যে এমনসব কর্মকান্ডের অবতারণা করেছেন- যা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বাংলাদেশ কাইমেট ক্যাম্প এবং সবশেষে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে আমাদের সহায়তা দিয়েছে অক্সফাম। তাদের সহযোগিতা না পেলে এ বিশাল কর্মযজ্ঞটি শেষ করা ছিল সত্যি দুরূহ। আমাদের সাথে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা রইলো জিয়াউল হক মুক্তা ও সিএসআরএল সচিবালয়'র প্রতি, ক্যাম্প আয়োজনের প্রথম থেকে সহায়তা করেছেন নাগরিক সংহতির শরীফুজ্জামান শরীফ, হিউম্যানিটিওয়াচের হাসান মেহেদী এবং সাংবাদিক বিজন সেন। এ বিশাল আয়োজনটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে অনেক খাটুনি দিয়েছেন আমার সহকর্মীরা, তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা।

নুরুল আলম মাসুদ
প্রধান নির্বাহী
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান)

শৃঙ্খলতার সাক্ষ্য?

জৈবসাংস্কৃতিক অস্তিত্ব মানুষের 'মানুষ' হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে নিরন্তর সংগ্রাম, প্রথমত বিপুল প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য জন্য; খাপ খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়া, মাধ্যম ও ফলাফল- এই হলো সংস্কৃতি। মানুষ অপরাপর প্রাণির মতো কেবল কালক্রমে নিজের দেহজ পরিবর্তনের ইচ্ছানিরপেক্ষ প্রাকৃতিক পথেই এগোয়নি- বরং সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে 'সংস্কৃতি' নির্মাণের মধ্যদিয়েও এগিয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সীমিত সম্ভাবনার অমিত ব্যবহারের মধ্যদিয়ে কালক্রমে টিকে গিয়েছে সাংস্কৃতিক মানুষ; আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অমিত সম্ভাবনার যুগে মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা ছাপিয়েছে অতীতের সকল সীমানা। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের মতো মানবসৃষ্ট সাম্প্রতিক মানবিক বিপন্নতা মোকাবেলাও অসম্ভব নয় মোটেই; এক্ষেত্রে যদিও মানুষসৃষ্ট আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে অন্যায্য প্রতিবন্ধক।

এই অন্যায্যতা মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী এগিয়ে এসেছে বিবিধ সমাজশক্তি। তবে চিরকাল সবচেয়ে সৃজনশীল ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তরুণ প্রজন্ম। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প বাংলাদেশের তরুণদের একটি সচেতন প্রয়াস, অন্যায্যতার বিরুদ্ধে। এই প্রয়াসে যোগদানের সুযোগ দেয়ায় আয়োজকদের প্রতি অক্সফাম প্রাতিষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছে।

জানিনা কেউ কবে কোথাও কোন বিশেষ উপলক্ষে লিখেছিলেন কী না, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে একসময় দেখেছিলাম : আমি কি আর আঁধার ঘরে শেকল পরে শৃঙ্খলতার সাক্ষ্য হতে পারি? বাংলাদেশের তরুণরা কখনও শৃঙ্খলতার সাক্ষ্য ছিলেন না; তারা বরাবর মুক্তির সৈনিক।

মুক্তির সৈনিকদের অগ্রযাত্রা সফল হোক।

জিয়াউল হক মুক্তা
ম্যানেজার, পলিসি এন্ড এ্যাডভোকেসি
অক্সফাম

সূচিপত্র

বাংলাদেশের তরুণ সমাজের জলবায়ু ঘোষণা	০১
অনানুষ্ঠানিক আড্ডা	০৫
উদ্বোধনী অধিবেশন	১১
কর্ম-অধিবেশন ১ : জলবায়ু পরিবর্তন : সাধারণ ধারণা	২৩
কর্ম-অধিবেশন ২ : জলবায়ু পরিবর্তন ও নারী	২৫
সকালের বৈঠক	২৭
কর্ম-অধিবেশন ৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও অধিপরামর্শ	২৯
কর্ম-অধিবেশন ৪ : জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন	৩৩
কর্ম-অধিবেশন ৫ : অভিযোজন ও জলবায়ু ন্যায্যতা	৩৮
সমাপনী অধিবেশন	৪১
স্থানীয় পর্যায়ে মোবিলাইজেশান	৪৫
মিডিয়া ক্যাম্পেইন	৫৫
ক্যাম্প বুলেটিন	৬৭
আলোকচিত্র	৭৩

বাংলাদেশের তরুণ সমাজের

জলবায়ু ঘোষণা

তিনদিন ব্যাপী বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্পের সমাপনী দিনে বাংলাদেশের ৫১টি জেলা থেকে অংশগ্রহণকারী শতাধিক তরুণ সর্বসম্মতিক্রমে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে যা 'বাংলাদেশের তরুণ সমাজের জলবায়ু ঘোষণা ২০০৯' নামে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ ঘোষণাপত্রটি নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি হিসেবে পেশ করা হয়।

'অন্যের সুখ স্বপ্ন ধ্বংস করে নিজের সুখ স্বপ্ন রক্ষা করা যায় না'
'জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা বাংলাদেশের জনগণ দায়ী নই
আমরা কেন ধনী দেশের ভোগ বিলাসিতার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্ভোগ পোহাবো?'

আমরা বাংলাদেশের ৫১ জেলার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা-জাতি-লিঙ্গের ১১৫ তরুণ প্রতিনিধি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের ভূমিকা ও অবশ্য করণীয় বিষয়ে দেশের তরুণ যুব সমাজের পক্ষ থেকে এগারো দফা জলবায়ু ঘোষণা ২০০৯ উত্থাপন করছি :

১. জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের কোনো ভূমিকা নাই, বরং ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের জনগণ জলবায়ু সুরক্ষা করে আসছে। জলবায়ু সুরক্ষায় দেশের জনগণের এ নিরলস ভূমিকাকে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

২. দেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপরিবেশ অঞ্চলে প্রান্তিক জনগণ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর ভেতর লড়াই করে জীবন জীবিকা টিকিয়ে রেখেছেন। জলবায়ু সুরক্ষায় তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং জলবায়ু সংক্রান্ত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-উদ্যোগ-শিক্ষা-গবেষণা কার্যক্রমে তাদেরকে সক্রিয়ভাবে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনকে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এক প্রধান হুমকি হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে চিহ্নিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সমন্বিত যৌথ দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে ন্যায্য-নীতিগত রাজনৈতিক অবস্থান নিতে বাংলাদেশ বাধ্য। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ থেকে দেশের জনগণের জীবনমানের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতেও সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ বাধ্য।

৪. এই শতকে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে দেয়া চলবে না, বায়ুমন্ডলে ক্ষতিকর গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ ৩৫০ পিপিএম (parts per million) নিরাপদ মাত্রায় নামিয়ে আনতে হবে, ২০১৫ সালের পর বায়ুমন্ডলে আর কোনভাবেই গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে দেয়া চলবে না এবং সে জন্য বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন ২০৫০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের নির্গমনের তুলনায় ৯৫% কমানোর জন্য দায়ী উন্নত রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করতে হবে। কার্যকর মাত্রায় মিটিগেশন বা নির্গমন হ্রাস করতে ধনী শিল্পোন্নত (চুক্তির ভাষায় এ্যানেক্স-১) দেশগুলো কর্তৃক বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন ২০২০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের নির্গমনের তুলনায় ৪৫% কমাতে হবে, যার অধিকাংশ করতে হবে তাদের দেশের ভেতরে।

৫. অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও নির্গমন হ্রাসে ভূমিকা রাখতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশসহ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যদি নির্গমন হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে অর্থায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল ধরনের সহায়তা দিতে হবে এবং স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সহায়তা দেবার কারণে ওইসব দেশে হ্রাসকৃত নির্গমন ধনী শিল্পোন্নত দেশের নির্গমন হ্রাসের সাথে যোগ করে হিসেব করা চলবে না।

৬. অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ ও জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জনগণের বিভিন্ন স্বীকৃত অধিকারগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ, স্থায়িত্বশীলতা, নারী সংবেদনশীলতা, জনগোষ্ঠীনির্ভরতা আর স্থানীয় ও লোকজ জ্ঞান নির্ভরশীলতাকে অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারে বাংলাদেশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এ্যানেক্স-১ দেশগুলোকে বছরে বার্ষিক জিডিপির ১.৫ ভাগ প্রদান করতে হবে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ করতে হবে শুধু গ্রামীণ জনগণের অভিযোজনের জন্য।

৭. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রযুক্তি গবেষণা, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা এবং হস্তান্তরে এ্যানেক্স-১ দেশ কর্তৃক সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করতে হবে। সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক অভিযোজন ও নির্গমন হ্রাস প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে মেধাসম্পদ চুক্তি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতে হবে।

৮. আবহাওয়া, জলবায়ু, দূর্যোগ, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ-অভিবাসী-উচ্ছেদ-শরণার্থী জনগণের জীবনজীবিকা, বাসস্থান ও মানসিক সহযোগিতা জনগণের পূর্ণ সম্মতি-পরিকল্পনা-মতামত-চাহিদা অনুযায়ী করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে উপরোক্ত কারণে অভিবাসী/শরণার্থীদের অধিকার সংরক্ষণে সকল সংশ্লিষ্ট চুক্তি/আইনকে পূর্নমূল্যায়ণ করতে হবে।

৯. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি/ নীতি/ ঘোষণা/ অধ্যাদেশ/আইন গ্রহণ-বর্জন-স্বাক্ষর-অনুমোদন করার আগে অবশ্যই তা দেশের জনগণের পূর্ব অনুমতি, অংশগ্রহণ ও অবাধ সম্মতি থাকতে হবে।

১০. 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান ২০০৯' বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকসহ তথাকথিত দাতাদের খবরদারি বাতিল করতে হবে; এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১. দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কর্মসূচিতে কার্যকরীভাবে যুক্ত করতে হবে। বেকার ও কর্মহীন বিভিন্ন শ্রেণী-শিক্ষা-লিঙ্গ-জাতির যুব সমাজকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন বৃত্তি ও আয়মূলক পেশাদারী কর্মকান্ডে যুক্ত করার জন্য দেশের সকল অঞ্চলে সরকারি পর্যায়ে জলবায়ু ও যুববান্ধব কাজের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা বাংলাদেশের ৫১ জেলার তরুণ প্রতিনিধিগণ উপরোক্ত এগারো দফাকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে কার্যকরী করে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে জোর দাবি জানাচ্ছি। আমরা আবারো দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশ সরকারকে জানাই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা তরুণ সমাজসহ বাংলাদেশের জনগণ দায়ী নই। আমরা কেন তাহলে এই পরিবর্তনের জন্য বারবার দুর্ভোগ পোহাবো? বাংলাদেশের তরুণ সমাজ কর্তৃক ঘোষিত এই জলবায়ু ঘোষণাকে অবিলম্বে বাংলাদেশের জনগণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার সম্মিলিত দাবি জানাচ্ছি।

অনানুষ্ঠানিক আড্ডা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় দলের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরীর ব্যক্তিগত আগ্রহে ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগের দিন সন্ধ্যায় বিআরডিবি মিলনায়তনের ছাদে এক অনানুষ্ঠানিক আড্ডা বসে। আড্ডায় ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী অর্ধশতাধিক তরুণ ছাড়াও নোয়াখালী-৪ আসনের সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী, জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান ও পুলিশ সুপার হারুনুর রশীদ হাযারী উপস্থিত ছিলেন। প্রানের প্রধান নির্বাহী নুরুল আলম মাসুদ আড্ডাটি সঞ্চালনা করেন।

নুরুল আলম মাসুদ

প্রধান নির্বাহী, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী আমাদের শ্রমশক্তির বিশাল একটি অংশ হিসাবে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামিকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া এই ক্যাম্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তরুণ শ্রেণীকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং তাদেরকে সক্রিয় করে তোলা। এখনো জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বিষয় নয় বরং সাধারণ মানুষের জীবনের বিষয়; কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এটিকে কীভাবে সর্বজনের বিষয়ে পরিণত করা যায় সেটিও আমরা ভেবে দেখতে চাই এবং সবাই যেন এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠে তার জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করতে চাই।

একজন চাষী তার চাষের জমি হারিয়ে, শাক-সব্জি হারিয়ে, গরুছাগল-হাঁসমুরগি হারিয়ে তবেই অভিবাসন করতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর নানা দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে নানান মাত্রিকতায় আন্দোলন সূচিত হচ্ছে। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনকে ঘিরে নানা ধরণের সুযোগ ও সম্ভাবনার কথা শোনা হচ্ছে। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা অন্য অঞ্চল বা দেশের আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবেন বলে আমরা আশা করছি, যা একটি বৈশ্বিক রূপ পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে বর্তমানে যে দ্রুতলয়ে পরিবর্তনের নজির দেখা যাচ্ছে তার জন্য পুরোপুরি মানুষই দায়ী। এ দায় কাদের, তারা কেন এটা করছে এবং আমাদের করণীয় কি এটি নির্ধারণ করাও ক্যাম্পের আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি

সভাপতি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে তরুণরা জাতির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণের ধারণা বৃদ্ধি করা ও তাঁদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আজ এখানে আমার উপস্থিতির মূল উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণদের অভিজ্ঞতাসমূহ জানা। জলবায়ু পরিবর্তন এখন খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, কৃষির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মানবাধিকারেরও একটি বিষয়, কেননা এর কারণে মানুষ জীবন ও জীবিকা হারাচ্ছে। এটি ন্যায়বিচারেরও একটি বিষয়, কারণ উন্নত বিশ্বের কারণে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

আমরা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার জন্য 'অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' গঠন করেছি, যাতে সরকার পরিবর্তন হলেও রাজনৈতিক দল-মতের উর্ধ্বে থেকে আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে পারি। নীতি নির্ধারক মহলে আরো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি আপনাদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করছি।

স্পষ্ট করে বলতে গেলে আমি তিনটি প্রশ্নের মধ্য থেকে আপনাদের মুক্ত আলোচনার অনুরোধ জানাবো; প্রথমত: সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও ন্যায্যতার প্রশ্নে যা করছে তা যথেষ্ট কি না? দ্বিতীয়ত: সরকারের আরো কি করা উচিৎ এবং তৃতীয়ত: সরকার জলবায়ু পরিবর্তন প্রশ্নে কোন বিষয়ের ওপর জোর দেয়া উচিৎ।

সারোয়ার হোসেন : জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণা, লবণ সহনশীল ধান উদ্ভাবন, সম্ভাব্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে অভিবাসনের বদলে প্রশমন এবং স্থানীয় জনমত বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেয়া দরকার।

দেলোয়ার হোসেন : জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সংবাদপত্রে সংবেদনশীল রিপোর্ট প্রকাশ, উন্নত প্রযুক্তির ঘর তৈরি, পাঠ্য পুস্তকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা ও কৃষকদের সচেতন করা জরুরি।

মাহবুবুর রহমান : দক্ষিণাঞ্চলে নদী খনন, উত্তরবঙ্গে মরুময়তা রোধে পদক্ষেপ ও বিরূপ আবহাওয়ায় করণীয় সম্পর্কে জনগণকে জানানোর উদ্যোগ নেয়া দরকার।

আশরাফ হোসেন : প্রতিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, নিজেদের ঝুঁকি জোরালোভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরা, মিডিয়ার ভূমিকা জোরদার করা ও লোকায়ত জ্ঞানসমূহ চর্চায় আনা জরুরি।

দোলন চ্যাটার্জি : অভিযোজনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দর কষাকষির জন্য দক্ষ নেগোশিয়েটর গড়ে তোলা ও স্থানীয় জনগণের কণ্ঠ জাগ্রত করাটা খুবই দরকারি।

নাছিমা মুন্নী : বৈশ্বিক তদবিরে দক্ষতা রয়েছে এমন একটি 'জাতীয় তদবির গ্রুপ' গঠন করতে হবে, যারা সরকারি ও বেসরকারি দাবিগুলো আলোচনায় তুলে আনবে। একই সাথে আন্তর্জাতিক তদবিরের ক্ষেত্রে স্বীকৃত 'তদবির পক্ষ' গঠন করতে হবে অথবা এলডিসি'র সাথে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ইস্যু তুলে ধরতে হবে। কেবল মাত্রে একটি দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক তদবিরে সফলতা পাওয়া কঠিন।

হাসান মেহেদী : বেড়িবাঁধ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরি, লবণ সহনশীল স্থানীয় জাতের ধান তৈরি, চিংড়ি নীতিমালা তৈরি, সমুদ্রগামী জেলেদের রক্ষা, উন্নত দেশে অভিবাসন অধিকার দেয়া ও সুন্দরবন রক্ষায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

জগদীশ সরকার : ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলতে হবে যাতে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তানিয়া সুলতানা : দক্ষিণ এশিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহের পক্ষ থেকে উন্নত বিশ্বকে চাপ দিতে হবে যাতে তারা কার্বন নির্গমন কমায় এবং ক্ষতিপূরণ দেয়।

রেজোনা সুমি : জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রযুক্তি ও লোকজ ধারণার সমন্বয় করা, পানি উন্নয়ন বোর্ডের দুর্নীতি কমানো এবং নদী দূষণকারীদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

শ্রাবন্তী : পাহাড় কাটা, বন ধ্বংস ইত্যাদি বন্ধ করার পাশাপাশি জলবায়ু-বান্ধব শিল্পায়ন করতে হবে।

শামসুননাহার : নদীভাঙন রোধে সরকারের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দরকার।

প্রকাশ চন্দ্র ধর : অসময়ে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার জন্য উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

সাবের হোসেন চৌধুরী

আপনাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে চাই। আন্তর্জাতিক দেন-দরবারে বাংলাদেশ কয়েকবার স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমস্যা হয় যে, এসব দরিদ্র দেশগুলোর সমস্যা সামনে আনতে গিয়ে নেগোসিয়েশনে আমরা পিছিয়ে পড়ি। তবু আমরা সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর একটা জোট গঠন করেছি। এখন ভারত-ব্রাজিল এরাও সামনের সারিতে চলে আসছে, কার্বন নির্গমনে তারা খুব একটা পিছিয়ে নেই। চীন তো এখন পৃথিবীর সব থেকে বেশি কার্বন নির্গমনকারী দেশ।

আমাদের এখন সব ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়কে সংযুক্ত করতে হবে কেননা জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সব উন্নয়নকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমাদের নিজেদের নদী দূষণকারী ও পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি আপনাদের দাবির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে *আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা ইনস্টিটিউট* প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাবো বলে আশ্বাস দিচ্ছি। এছাড়া আমরা জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আন্তর্জাতিক স্ট্যাটাসের জন্য এবার কোপেনহেগেনে দাবি তুলবো।

আপনারা অনেকে নিজ নিজ অঞ্চলভেদে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। এসকল আলোচনা আমাদের কাজে লাগবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

একরামুল করিম চৌধুরী

সংসদ সদস্য, নোয়াখালী- ৪, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সবথেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে নোয়াখালী একটি। নদীভাঙন, সাইক্লোন, জলোচ্ছাসে এখানকার অনেক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে। উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর আওতায় তৈরি বন কেটে ভূমিদস্যুরা তা বিরানভূমিতে পরিণত করেছে। এ অবস্থায় সরকারের কঠোর অবস্থান নেয়া দরকারি হয়ে পড়েছে। নদীভাঙনের ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে শহরে আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

আপনারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে এসেছেন। নোয়াখালীর সমস্যাগুলো দেখেন। সম্মিলিতভাবে বিশ্বের কাছে আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরুন। আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

উদ্বোধনী

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের সদস্য জনাব একরামুল করিম চৌধুরী, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী, নোয়াখালী জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান, নোয়খালী পৌরসভা মেয়র হারুন অর রশীদ আজাদ ও অক্সফাম জিবি বাংলাদেশের পলিসি ও অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার জিয়াউল হক মুক্তা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক- প্রান'র প্রধান নির্বাহী নুরুল আলম মাসুদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন প্রানের কর্মসূচি সহায়ক জামাল হোসেন বিষাদ।

রুল আলম মাসুদ

পধান নির্বাহী, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক- প্রান

তিনদিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প ২০০৯' এ সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে তিনি গতসন্ধ্যায় অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মধ্যদিয়ে আমাদের উৎসাহ ও কর্মস্পৃহা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই ক্যাম্পে বাংলাদেশের ৫১টি জেলা থেকে প্রায় দেড়শ' তরুণ অংশ নিচ্ছেন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ ভাগ তরুণ। দেশের শ্রমবাজার ও অর্থনীতিতে তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; আবার বদলে দেবার জন্য তরুণরাই সবচেয়ে আগুয়ান। এ কারণেই ক্যাম্পটির আয়োজন করা হয়েছে তরুণদের নিয়ে।

জলবায়ু পরিবর্তন কি, কেন, এর কার্যকারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, এ বিষয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক কারণ, আমাদের তরুণরা কি করবে কিংবা তারা দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে এ সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা, ধারণা বিনিময়, ক্যাম্পেইন করা- কৌশল নির্ধারণের কাজ চলবে পুরো ক্যাম্প জুড়ে। বৈচিত্র্যের জন্য থাকবে আমাদের লোক- সংস্কৃতির নানা আয়োজন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুনিয়া কাঁপানো সব সিনেমার প্রদর্শনী। ক্যাম্পে কয়েকটি প্রদর্শনী স্টল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও দেশীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তাদের প্রকাশনা এসব স্টলে প্রদর্শন করছেন। তরুণরা সেখান থেকেও এ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করবে।

ক্যাম্প শেষে নভেম্বর মাসে সারা দেশে আমরা 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট অ্যাকশন মাস' পালন করবো। দেশের ৬৪টি জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা হবে। আমরা আশা করছি ৬৪টি জেলা থেকে ৬৪টি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ করা হবে। এর মাধ্যমে আমরা সারাদেশের মানুষের দাবিগুলো প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আগামি ডিসেম্বরে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসঙ্ঘ জলবায়ু সম্মেলনে পৌঁছাতে পারবো। এ তিনদিনে আমরা অনেক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করবো যাতে আমাদের বোঝাবুঝিটা আরো মজবুত হয়।

আশা করছি এই ক্যাম্পের শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে, যা তারা সব সময় ন্যায্যতা ও সুশাসনের জন্য কাজে লাগাতে পারবে। অন্যান্য দেশে যারা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ভাবছেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার যাতে আমরা সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনাকে অর্জনও ধারণ করতে পারি। এ জন্য অধিপরামর্শক কাজে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করাও ক্যাম্পের একটি উদ্দেশ্য।

ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীরা সম্পূর্ণ অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের এলাকা-গ্রাম সম্পর্কে বলবেন, সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করবেন এবং মতামত প্রকাশ করবেন। স্থানীয় পরিবেশ, জলবায়ুর কি অবস্থা সেটি নিয়ে আলোচনার মধ্যদিয়েই আমরা বাংলাদেশের অবস্থান যাচাই করবো। এ বিষয়গুলো নেগোসিয়েশনের টেবিলে নিয়ে যাবার জন্যই আলোচনাটা খুবই দরকারি।

সবশেষে সকল অতিথি, বিভিন্ন সেশন পরিচালনার জন্য আগত সহায়কগণ, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও অংশগ্রহণকারীকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা অক্সফাম ও জিয়াউল হক মুক্তার প্রতি; ক্যাম্পটি আয়োজনের কথা শুনেই তারা সহায়তার হাত বাড়িয়েছিলেন।

ধন্যবাদ সকলকে।

প্রধান অতিথি : সাবের হোসেন চৌধুরী

সভাপতি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ

আমি আজ এখানে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছি। সকল দল ও মত নিয়ে এই গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো জাতীয় ইস্যুতে একক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন, স্থানীয় সরকার, উপাচার্য, গণমাধ্যম, বেসরকারি সংগঠন ও যুবসমাজ। বিশেষ করে আমি যুবসমাজের কথা বলবো যার আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেমন দারিদ্র্য, পরিবেশ, পানি ব্যবস্থাপনা –এসব বিষয়ে জাতীয় ঐক্যই সমস্যার সমাধান করতে পারে; কেননা এগুলো কোনো একক দল বা সরকারের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। এরকমই একটা ইস্যু হলো, জলবায়ু পরিবর্তন। পরিবর্তন সব সময় ইতিবাচক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন কোনো ইতিবাচক বিষয় নয়। কিন্তু কোনো কোনো গ্রুপ এটাকে বিপর্যয় হিসেবে দেখতে চাচ্ছে না, এ কারণেই জলবায়ু বিপর্যয় না বলে জলবায়ু পরিবর্তন বলছে। এটা যারা বলছে, তারাই এ পরিবর্তনের জন্য সবথেকে বেশি দায়ী। উপাচার্য মহোদয় বলছিলেন, আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু যাদের সাথে যুদ্ধ হবে তারাই পৃথিবীকে শাসন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রিনহাউজ গ্যাস বাংলাদেশ নির্গমন করছে না কিন্তু আমরা ঘটনার শিকার। বাংলাদেশকে প্রায়শই অন্যান্য উপকূলীয় ও দ্বীপরাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা হয়। কিন্তু মালদ্বীপ ও আমাদের সমস্যা এক রকম না। মালদ্বীপের মাত্র তিন লাখ লোক। তারা এখন বিভিন্ন দেশে অভিবাসনের জন্য জমি কিনছে। তারা দেশটাকেই সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তারা তা পারবে কিন্তু আমাদের ১৫ কোটি মানুষ নিয়ে সেটি সম্ভব নয়। তাই তাদের সাথে আমাদের তুলনা করা সাজে না।

বর্তমান সরকার চায় প্রতিটি পরিবার থেকে উন্নয়ন শুরু হবে । জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনও শুরু করতে হবে বাড়ি থেকে। কিন্তু কেউ যদি দুর্যোগের কারণে বাড়ি থেকেই উচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে অভিযোজন কীভাবে হবে? জলবায়ু পরিবর্তন প্রশ্নে দেশের মধ্যে কথা বললে আমরা হয়তো বলবো যুদ্ধ, কিন্তু আন্তর্জাতিক ফোরামে এটাকে বলে সমঝোতা।

আগামি কোপেনহেগেন সম্মেলনে উন্নত বিশ্বের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো একমত হয়েছে। কিন্তু তারা কখনওই কথা রাখে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিপদাপন্নতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তারা তাদের মোট জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ সহায়তা হিসেবে দেবার অঙ্গীকার করেছিলো। কিন্তু তা তারা কখনওই করেনি। কিয়োটো প্রটোকলও তারা ভঙ্গ করেছে। আমাদের দিক থেকে দাবি হবে, আগামি সম্মেলনে যাই হোক না কেন, তার যেন আইনি ভিত্তি থাকে। তাহলেই আমরা বিষয়টি নিয়ে লড়তে পারবো।

আজ নোয়াখালীর সংসদ সদস্য ও পৌর মেয়র ভিন্ন রাজনৈতিক দলের হলেও এখানে অভিন্ন স্বার্থের জন্য একমঞ্চে পাশাপাশি বসে একই দাবি তুলছেন। এখান থেকে যখন সবাই নিজ নিজ জেলায় ফিরে যাবেন, তখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে রাজনীতি করবেন না। নোয়াখালীর এ সংস্কৃতি যেন অন্যান্য জেলায় দেখা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবথেকে বেশি ভুগবে অতিদরিদ্র জনগণ বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ মানুষ। তারা জীবন-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জলবায়ু পরির্তন একটি মানবাধিকার ইস্যু, জাস্টিস ইস্যু। এটি এখন ন্যায়বিচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে হিমালয়ের হিমবাহগুলো গলতে শুরু করেছে। আমাদের নদীগুলোর জল শুকিয়ে গেলে সেচের অভাবে কৃষি খাত হুমকির মুখে পড়বে, ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিরূপ হবে, ব্যাপক অভিবাসনের কারণে প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্কের অবনতি হবে। সবকিছু মিলিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন এখন জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু। এ বিষয়টি আমাদের হাতে নেই, আমরা কীভাবে এটা মোকাবেলা করবো? হিমালয়ের শৃঙ্গগুলো থেকে বরফ গলে পানি আসছে আমাদের দিকে। একটা সময় এ বরফ আর থাকবে না, সব পানি হয়ে যাবে। তখন আমাদের কী অবস্থা হবে?

আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং করে পানির ধারণক্ষমতা বাড়াতে হবে। বেড়িবাঁধ সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার দিকে তাকাতে হবে। বাঁধের উপর সবুজ বেষ্টনি গড়ে তুলতে হবে। সবুজ বেষ্টনিগুলো বাঁধ রক্ষা করবে। আমাদেরকে এভাবে প্রতিটি সেক্টরে প্রস্তুত হতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হবে যাতে জনগণ এখান থেকেই জানতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি ভবিষ্যতের ইস্যু তাই নতুন প্রজন্মের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথেই বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একটি 'জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র' তৈরি করা হয়েছিলো। সেটি পরিমার্জন করা হয়েছে। এ বছর জাতীয় বাজেটে ৭০০ কোটি টাকা জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগামি বাজেটে পরিবেশ ও জলবায়ুর জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ থাকবে। এটা জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ে সরকারের ধারাবাহিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদাহরণ।

নোয়াখালীর এ অঞ্চলে যেসব মানুষ আছে তারা প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে নিজ জায়গা জমি বিলীন হয়ে যাবার ফলে তারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমাদের এখানে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরগমন শুরু হয়ে গেছে। হতে পারে বিশ্ববাসীর সামনে আমাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন একটি সুযোগ এনে দিয়েছে।

আমরা সবথেকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে অভিযোজন মডেলও তৈরি করতে পারি। সেটা আমাদেরকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তুলবে।

এ কাজগুলো করার জন্য স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য এনজিওদের সঙ্গেও সমন্বয় করতে হবে। এনজিওদের কাজের মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে ফলাফল দৃশ্যমান হয় না, এদিকটায় লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে যে কোনো কাজ করার আগে এ বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্যমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি সেগুলো আগে করে ফেলতে হবে। এখানে যে বিষয়গুলো আলোচনা হবে সেগুলো ভুক্তভোগীদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, আমরা যা কিছু করি না কেন আমাদেরকে তা অবশ্যই জাতীয়ভাবে ভাবতে হবে। জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে দল-মতের উর্ধ্বে উঠতে হবে।

আগামি কোপেনহেগেন সম্মেলনে ২০১২ সালের পরে কী ব্যবস্থা নেয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা চলবে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি ভবিষ্যত ইস্যু, ২০৩০ সালে যার বয়স ২০ বছর হবে এ ইস্যু তাদের জন্য। কোপেনহেগেনে যদি আমাদের জন্য কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাই তাহলে আমরা নিজেদের মতো করে কাজ শুরু করবো। আমাদের এ কাজের লক্ষ্য হবে আগামি ৫০ বছরের।

ইতোমধ্যে ইংল্যান্ড কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য আইন পাশ করেছে। তারা বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য কিছু তহবিলও প্রদান করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় কি হবে সেটি নিয়েও আমরা ভাবছি। যারা জলবায়ু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তারা ক্ষতিপূরণ

দিবে। এই তহবিল কোনো অনুদান না, কমপনসেশন হবে।

আজকের তরুণদের বলবো, আপনারা বিভিন্ন জেলার অভিজ্ঞতা বিনিময় করুন। এর মধ্যদিয়েই এক এলাকার সমস্যা, জ্ঞান, শক্তি অন্য এলাকায় প্রচারিত হবে। তাতে উভয় পক্ষই সুবিধা পাবেন। আমাদের একটি বড়ো সমস্যা হলো, তথ্যের অভাব। আগামিতে ০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কতোটুকু বাড়বে তার একটা অনুমান করছি। কিন্তু গত কয়েক বছরে কতোটুকু বেড়েছে তার কোনো তথ্য বা গবেষণা নেই। আপনারা এ বিষয়টিতে নজর দিবেন।

ক্যাম্প জুড়ে আগামিতে কোন ইস্যুর দিকে নজর দেয়া দরকার সেটি আলোচনা করবেন এবং সরকারকে জানাবেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য এ বিষয়ে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে তাঁর কাছে যাবার আহ্বান জানাচ্ছি।

এখন আমাদের কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে : জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু, দরিদ্র জনগণের চাহিদা নিরূপণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে: পরিবেশ সম্পর্কে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং সচেতন হবে হবে। বিদেশের যারা জলবায়ুর ক্ষতি করছে তাদের কাছে ক্ষতিপূরণ চাচ্ছি কিন্তু দেশের মধ্যে যারা পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য দিয়ে নদীদূষণ করে তাদের কাছ থেকেও ক্ষতিপূরণ নিতে হবে, দূষণ বন্ধ করতে হবে।

সকলে নিজ নিজ জেলায় গিয়ে কী করছেন তা আমাকে জানাবেন। আমাকে ইমেইলে জানালেই হবে, আয়োজকগণ আপনাদেরকে আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবেন।

আপনাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

বিশেষ অতিথি : একরামুল করিম চৌধুরী
সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-৪, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

এখানে যেসব সাংবাদিক বন্ধুরা এসেছেন তাঁরা নোয়াখালীর বিপন্নতার কথা লিখবেন, বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবেন, এ আহ্বান রাখছি। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী আমাদের এখানে এসেছেন, এটি অত্যন্ত গর্বের। তিনি জাতিসঙ্ঘে তথা ইউএনএফসিসিসিতে আমাদের সমস্যার কথা তুলে ধরবেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের এলাকাটি এখন বিকলাঙ্গ। এখানে কোনোদিন পানির অভাব হয়নি, এখন নদী-খালগুলো মরে যাচ্ছে আবার শহরের মাঝখানে জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। এর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন যেমন দায়ী তেমনি দায়ী আমরাও। এখন পঞ্চাশ হাজার হরিণ আছে নিঝুম দ্বীপে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এখন তারা সাঁতরে নদী পার হয়ে জনবসতিতে চলে আসছে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ৩০০ কোটি টাকা জলবায়ু পরিবর্তন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিলো। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আসার পর ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের এখন কাজ শুরু করা উচিৎ। এই ক্লাইমেট ক্যাম্পে সহায়তা করে অক্সফাম একটি চমৎকার কাজ করেছে। অক্সফামসহ অন্যান্য সংস্থা ও সাবের ভাইকে অনুরোধ করবো যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় এ অঞ্চলে কিছু কাজের সূচনা করা যায়।

সকলকে ধন্যবাদ।

ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী
উপাচার্য, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি এখন সারাবিশ্বে আলোচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, জলবায়ুর ত্বরিৎ পরিবর্তনের কারণে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে পারে। শুধু সে কারণেই নয়, দুর্যোগ ঝুঁকি ক্রমশ বেড়ে যাবার ফলে বিষয়টি আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা এটা নিয়ে খুব ভাবছি। কিন্তু অতীতে আমরা যে ক্ষতি করেছি তার কোনো তথ্যায়ন দেখতে পাচ্ছি না। এর মানে দাঁড়ায় আমরা যা করি তার কোনো পরম্পরা থাকে না। এখন আমাদের এমন কাজ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোথাও উপস্থাপন করা যায়।

শিক্ষিত লোকেরা যেসব পরিবর্তন করি বা জাতীয় ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয় তার প্রভাব গিয়ে পড়ে যারা আমাদের খাবার যোগায় তাদের ওপর, আমাদের কৃষি ও কৃষকদের ওপর। আমাদের আসলে তাদের দিকে নজর দেয়া দরকার। আমাদের কৃষক-জেলে-কামার-কুমোর-মজুর-তাঁতিদের উন্নয়ন হলেই তাকে বাংলাদেশের উন্নয়ন বলা যেতে পারে, অন্যথায় নয়।

আমাদের দুটো দিকে যুদ্ধ করতে হবে। প্রথমত, দেশের মধ্যে যুদ্ধ ও দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক যুদ্ধ। দেশের মধ্যে ভূমিদস্যু জমি দখল করছে; তারা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে সাধারণ মানুষদের ঠকিয়ে। বৃহত্তর খুলনায় যখন বাগদা চিংড়ির চাষ শুরু হয়, সেখানে তখন চিংড়ি ঘেরের জমি দখলের জন্য গুলিতে সাধারণ মানুষ মারা যায়। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নামে এক শ্রেণীর মানুষ এসব কাজ করছে।

বৈশ্বিক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ন্যায্য দাবি আদায় করতে হবে। পাশাপাশি অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। এজন্য আমাদের ছোট ছোট ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর সাথে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে একসাথে লড়াই চালাতে হবে। এসব উদ্যোগ প্রধানত সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে।

পাশাপাশি আমাদেরও ভাবতে হবে, আমরা কী করবো? আমি যখন কৃষি কাজ করতাম তখন পোকামাকড় মারার জন্য কীটনাশক দিতাম। কীটনাশকে পোকা মরেছে ঠিকই, উৎপাদনও সাময়িক বেড়েছে। কিন্তু অবশেষে কীটনাশক আমার খাবার, পানীয় জলে ঢুকে গেছে যা আমার শরীরের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার ভালো পানির জন্য স্যালো-টিউবওয়েল বসানো হলো। সেখানে পাওয়া গেলো আর্সেনিক, যা আমাদের খাদ্যে ঢুকে গেছে। আমরা আসলে সুদূরপ্রসারী কোনো চিন্তা করি না।

নোয়াখালীর প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে তিন-চারটি পুকুর আছে। তাদেরকেও মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, সহায়তা করতে হবে। ভূমি দখল করে, প্রকৃতিকে উজাড় করে মাছ চাষের দরকার নেই। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য এলাকার বিরূপ অভিজ্ঞতা নিয়েই সামনের দিকে এগোতে হবে। তা না হলে আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা হবে মাত্র।

এখানে যেসব তরুণ এসেছেন তাঁরা ইতোমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে চলমান যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। দেশের প্রতি ভালোবাসা ধরে রাখুন। এখান থেকে সকলে দক্ষ সৈনিক হিসেবে নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করবেন।

বাংলাদেশ আবার জেগে উঠবে- এই আশাবাদ রেখে শেষ করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

মিজানুর রহমান

জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী

Recently climate change becomes severe and the coastal regions of Bangladesh like Noakhali are the most vulnerable to the impacts of it. Why the climate has changed so fast? The developed and industrialised countries are emitting excessive greenhouse gasses which are beyond the tolerable rate to the earth. So the earth atmosphere is warming and it creates several negative impacts to the world.

Rapid climate change increases the frequency and intensity of natural disasters like cyclone, storm surge, river bank erosion and salinity intrusion. The Char people of Noakhali and other regions are affected highly by the tidal surge and river bank erosion. They loose their houses, cultivable lands and livestock due to natural disasters. Sometimes, the disasters take lives of innocent people.

You know about the inconsistency of Noakhali district map. It is a great risk for development. All communications of coastal zone collapse in any simple disaster. Rescue and rehabilitation is hampered due to this reason. So, we should try to build up alternative communication system using waterways and wireless network for this zone.

I feel optimistic to see these young people gathered in Noakhali. The youth generation can do a much for this nation. They are the main labour force of this country. I wish every success of this climate camp.

হারুনুর রশীদ আজাদ

মেয়র, নোয়াখালী পৌরসভা

নোয়াখালী জেলা বাংলাদেশের একটি ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল। জলবায়ু পরিবর্তনের যেসব প্রভাব দেখা যাচ্ছে তাতে নোয়াখালীতে অর্থনৈতিক দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা ও জ্বালানির ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। আমাদের জেলার ৫০ শতাংশ মানুষ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে চরাঞ্চলে বসবাস করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদীভাঙন বেড়ে গেছে ভীষণভাবে। ফলে মানুষ এক বসতি ছেড়ে আরেক জায়গায় বসতি খুঁজে ফিরছে। ছিন্নমূল মানুষ শহরে এসে কাজের সুযোগ খোঁজে, রিক্সা-ভ্যান চালায়। এতে শহর ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। কাজ না পেয়ে মানুষ নানা রকম অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। নতুন নতুন সঙ্কট দেখা দিচ্ছে এ এলাকায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিগুলো এখন আর কোনো অনুমান নয়, এখন আমাদের চোখের সামনেই দুর্যোগগুলো দেখা দিচ্ছে। ফলে, উপকূলের মানুষদের এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নেই; অন্যদিকে আমাদের খাপ-খাইয়ে নিতে হবে। ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচার জন্য উপকূলে বনায়ন করা হয়েছিলো। দস্যুরা সব বন শেষ করে ফেলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ অঞ্চলে বনায়ন গড়ে না তুললে বড়ো ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে। সেজন্য এখনই বনায়ন গড়ে তুলতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপুল সংখ্যক লোক কর্মহীন, সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ছে। এসব আশ্রয়হীন, গৃহহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। পাশাপাশি যারা পরিবেশ ধ্বংস করে সমস্যা আরও ঘনীভূত করছে, নদী-খাল অবৈধভাবে দখল করছে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকছে না, শহরে জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে – তাদেরকেও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

এই শহরের অনেক মানুষ রিক্সাচালক। তাদেরকে সহায়তা করা দরকার। পাশাপাশি গাড়ির কালো ধোঁয়া, শিল্প-কারখানার বর্জ্য যা নদীনালা দূষণ করছে, নদীগুলো দখল করার কারণে ভরে যাচ্ছে - এসব অপরিকল্পিত কাজের দিকে যেন মাননীয় সাংসদ নজর দেন সে দাবি জানিয়ে শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

কাস্ট্রটি হিউ

অ্যাডভোকেসি প্রধান, অক্সফ্যাম

The climate change is not a prediction now. We can feel it in developing and low lying countries like Bangladesh. It is also a reality in northern countries which are getting more cultivable land for ice melting. But in United Kingdom, people say it is doubtful. We are trying to aware them. We, Oxfam, are in United Kingdom to talk with policy level. We are probing them again and again.

Why Oxfam says about Climate Change? We say the people and the policy level because it harms poor people of this world. It increases poverty and declining natural peace. By destroying our natural resources, it endangers our future generation. So, we are fighting against excessive greenhouse gas emission.

Now, in this very time, we should try for both options - asking the developed countries to reduce emission and compensate the vulnerable people, and on the other hand we should try to adapt with the changed climate.

Thank you everybody. Best wishes to you.

মিশেল অ্যাংলেড

দক্ষিণ এশীয় ক্যাম্পেইন ও পলিসি ম্যানেজার, অক্সফাম

I feel happy to attend with you in this Climate Camp. Climate Change is a massive change and massive risk for developing countries like Bangladesh. It is an extra pressure for many countries now. The people are thinking, what is the future of the civilization? What will be happened to the fishermen, agricultural labour, food production, and overall to the poor? It is totally uncertain. The people of these countries are not responsible for this change. They emit only 300 KGs of Greenhouse Gasses where USA emits about 30 Metric Ton per capita. In present situation, both of mitigation and adaptation is needed for existence of human being. What is mitigation? Mitigation is basically reducing greenhouse gasses, not the emission. Oxfam asked the developed countries to reduce greenhouse gasses at

The UNFCCC report says, if the emission of greenhouse gasses stopped today, it will affect the climate at least for next 50 years. On the other hand if you are interested to develop your country, emission is must. It is a paradox of development and the climate change. In that case, adaptation has no alternative. Then what is adaptation? Adaptation means to take some alternative measures when we cannot reduce the impacts of climate change.

I hope, you will aware enough from this Climate Camp to take some initiatives in our own area. My best wishes with you. Thank you all.

জিয়াউল হক মুক্তা
পলিসি ও অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার, অক্সফ্যাম

সকলকে তিনদিনব্যাপী ক্লাইমেট ক্যাম্পে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আগামি তিনদিন একসাথে থাকবো। জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা হবে। তখন প্রচুর কথা হবে, আপাতত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি।

এ কে এম রেশাদ আলম
এডুকেশন প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আরএফএলটিসি- ডানিডা

জলবায়ু পরিবর্তন একটি সাম্প্রতিক ইস্যু। ইদানিং ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস খুব বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমন ঘটছে। আধুনিক জীবনযাপন, শিল্পায়ন ইত্যাদি ফলে অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের কারণে খুব দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। আর এর ফলে গ্রামীণ জীবনযাত্রা বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশের মতো কিছু দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমূহ ক্ষতির মুখে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সমস্যা ও অন্যান্য দেশের সমস্যা এক রকম নয়। মালদ্বীপের কথা যদি ধরি তাহলে তাদের জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে ৩ লাখ থেকে ৪ লাখ। আর আমাদের জনসংখ্যা ১৫ কোটি। তাই আমাদের বিষয়টি আলাদাভাবেই ভাবতে হবে।

আমাদের কৃষির স্থায়িত্বশীলতা হুমকির মুখে পড়ছে। ফলে মানুষের জীবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি দুই দিক দিয়ে ভাবতে হবে। একদিকে জলবায়ু ন্যায্যতা ও উন্নত বিশ্বের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় আর অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের কৃষকরা ইতোমধ্যে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

কুমিল্লার হোমনা বা দাউদকান্দির মানুষ বন্যা ও জলাবদ্ধতার সঙ্গে অভিযোজন করে বছরের এক সময়ে ধান বা রবিশস্য এবং অন্যসময় একই জমিতে মাছের চাষ করার চেষ্টা করছে। তাতে কিন্তু দাউদকান্দি এলাকার মানুষের দারিদ্র্য অনেক কমেছে। এটি অভিযোজনের একটি উদাহরণ। এরকম উদাহরণগুলো অন্যান্য এলাকায় প্রচার করতে হবে এবং পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে হবে।

প্রতিটি পরিবারকে একটি উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করতে হবে। পরিবারের সক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যদিয়ে কমিউনিটির ক্ষমতা বাড়বে। তাহলেই গ্রামগুলো উন্নয়নের কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

উদ্বোধনী অধিবেশনের শেষে জিয়াউল হক মুক্তার সঞ্চালনায় ক্যাম্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি হয়। এতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনা, নারী ও জলবায়ু পরিবর্তন, অ্যাডাপটেশান ও মিটিগেশান নিয়ে বেসিক সেশন নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, মোবিলাইজেশন, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, প্রতিবেদন, ফটোগ্রাফি, মনিটরিং ও সিকিউরিটি এবং ট্যুরিজম-এর জন্য নয়টি ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করা হয়।

বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন

জলবায়ু পরিবর্তনকে এখনও একটি বিজ্ঞানের বিষয় বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এর একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চরিত্র আছে। অপরদিকে আমাদের দেশের সবথেকে দরিদ্র মানুষগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার। দরিদ্রদের মধ্যে আবার নারী, শিশু বা বৃদ্ধদের অসহায়ত্ব আরও প্রবল। ক্যাম্পের তিনদিনে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে সাথে এর প্রভাব, নারী ও শিশুদের দুর্ভোগ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কার্বন নির্গমন হ্রাস কৌশল, অভিযোজন, জলবায়ু ন্যায্যতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

তিনদিনের ক্যাম্পটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা হয়। দলগুলো হচ্ছে:

মোবিলাইজেশন দল
আরিফ, আশরাফ, রাজিব, সোহেল
হাবিব, নাসরিন, নিয়াজ, আলফাজ

মনিটরিং ও সিকিউরিটি দল
লিসা, নাসিমা মুন্নী, ইমরান সোহেল
ইকরাম, হাবিব, লিমন

প্রতিবেদন দল
দেলোয়ার, মনি, দোলন, আশরাফ
তানিয়া, জগদীশ, আরিফ

ট্যুরিজম দল
মাসুদ, বিষাদ, ফেরদৌস, প্রদীপ, লাবনী
নাসিমা, পারভীন,

গণমাধ্যম দল
কাইয়ুম, হাসনাত, আল-আমিন, জেরিন
লুবনা, কাজল, বিষাদ, মঞ্জু

ফটোগ্রাফি দল
হাসনাত, সুমি, নিয়াজ, মুন্নী, সেলিম,
সোহেল, ইকরাম, লিমন, মুকুল

সাংস্কৃতিক দল
উৎপল (দলনেতা), ফেরদৌস
(উপনেতা), জাভেদ, মৌসুমী, জেরিন
শ্রাবন্তী, হাসনাত, হাবিব, ইকরাম
তুষার, আল-আমিন, সৌরভ

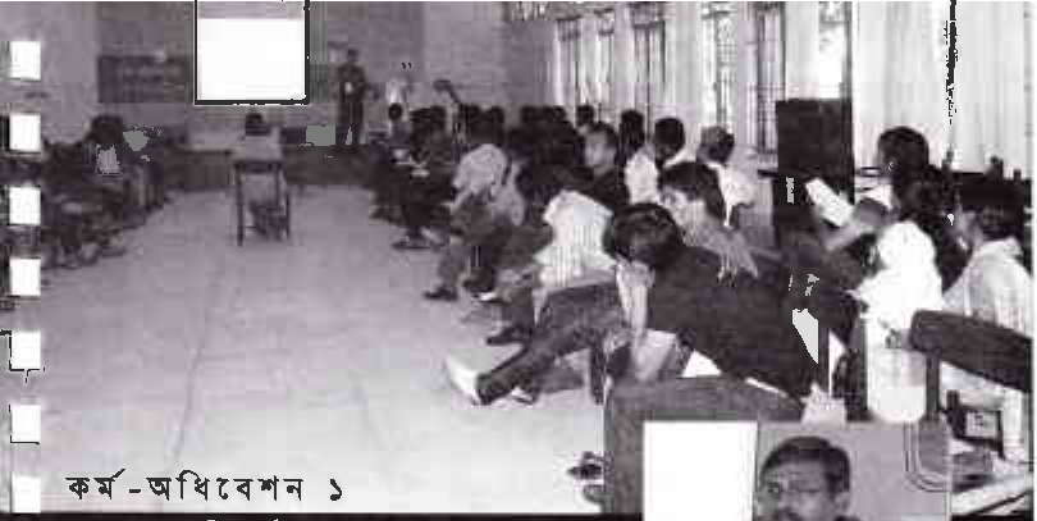

কর্ম-অধিবেশন ১

জলবায়ু পরিবর্তন : সাধারণ ধারণা

প্রথম দিন দুপুরের খাবার বিরতির পর 'জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সাধারণ ধারণা' প্রথম কর্ম-অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। এ অধিবেশনে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ-এর নির্বাহী পরিচালক বিশিষ্ট জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আহসান উদ্দীন আহমেদ।

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, এটি এখন আর কোনো অনুমান নয়। সারা পৃথিবীর কয়েক'শ বিজ্ঞানী হাজার হাজার নজির দিয়ে এটি প্রমাণ করেছেন। এরমধ্যে চার শতাধিক নজির রয়েছে যা কোনো মানুষ দেখায়নি, দেখিয়েছে স্যাটেলাইটে ধারণ করা ছবি। সারা বিশ্বের গড় তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিগত এক হাজার বছরের গড় তাপমাত্রা দেখলে দেখা যাবে গড়ে ০.০৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা বেড়েছে। কিন্তু ১৯৭০ থেকে তাপমাত্রা পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে। বলা হচ্ছে যদি আমরা গ্রিন টেকনোলজি গ্রহণ করি এবং অতিরিক্ত কার্বন নির্গমন না করি তাহলেও ২১০০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। যদি কার্বন নির্গমন না কমানো হয় তাহলে তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে।

তাপমাত্রা বাড়লে কী হয়? একটি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি শেষে ওজোন স্তরে আঘাত হানে। ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আরও বেশি মাত্রায় সূর্যকিরণের তাপ পৃথিবীতে চলে আসবে যা পৃথিবীর কোনো উদ্ভিদ-জীবজন্তু সহ্য করতে পারবে না। এখন ভোগবাদী উন্নত দেশগুলো যদি ভদ্র হয়ে গ্যাস নিঃসরণ কমায় তবে ওজোন স্তর ক্ষয় কম হবে।

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটি যোগসূত্র আছে। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাবার কারণে বরফ গলে যাচ্ছে। মেরুপ্রদেশে থাকা বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়া

ড. আহসান উদ্দীন আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ

তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানি জলীয় বাষ্প হয়ে যাবার পরিমাণ বেড়ে যায়। এ কারণেও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে।

বিজ্ঞানীদের একটি মডেলে দেখা যায়, বর্তমান গতিতে কার্বন নির্গমন চলতে থাকলে আগামি ২১০০ সালে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। যদি সকল দেশ ঐক্যমতের ভিত্তিতে অতিরিক্ত কার্বন নির্গমন না করে তাহলে তাপমাত্রা ০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। কিন্তু কোনো কোনো দেশ যদি বিষয়টি না মানে তাহলে তাপমাত্রা ০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রাণবৈচিত্র্যের প্রজাতি বিলুপ্তির ৪২০টি নজির উপস্থাপন করেছেন। বন্যার ভয়াবহতা ও প্রকোপ আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। কেননা উত্তর মেরু প্রদেশে গত ৪০ বছরে তাপমাত্রা বেড়েছে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, নেপালের হিমালয় পর্বতের কোনো কোনো পয়েন্টে বেড়েছে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

২০০৬ সালে মাউন্ট কিলিমানজেরো শৃঙ্গের চূড়া বরফাবৃত ছিল, এখন তার চূড়া দেখা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা প্রতিষ্ঠান নাসা'র স্যাটেলাইটে ধারণকৃত ছবি অনুসারে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে।

বিগত ২০০৭ সালের সিডরের পর মাত্র দেড় বছরের মাথায় আবারও সাইক্লোন আইলা আঘাত হেনেছে আমাদের উপকূলে। গত এক দশকে এইসব গুরুতর দুর্যোগের সংখ্যা সারা পৃথিবীতেই বেড়েছে। আইলার পর জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ভেলায় জীবনযাপন করছে অনেকেই। এটা হলো জলবায়ু পরিবর্তনের আর্থ-সামাজিক চিত্রের একটি খন্ডিত অংশ।

কেন ঘটছে এগুলো? উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত মানুষের এ সম্পর্কিত ধারণা ছিলো খুব ভাসাভাসা। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা হলো, ধনী দেশের মানুষেরা উড়োজাহাজ ব্যবহার করছে কারণে-অকারণে, উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য নির্বিচারে বন ধ্বংস করা হয়েছে, ভোগবাদী জীবনযাপনের কারণে তৃতীয়-চতুর্থবার প্রক্রিয়াজাত করা খাবার গ্রহণ করছে, প্রচুর জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছে, নানারকম কৃত্রিম দ্রব্য ব্যবহার করছে, কৃষিকাজে অনেক বেশি পরিমাণ নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হচ্ছে।

শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে এ পরিবর্তন খুব দ্রুতগতিতে ঘটছে। শিল্পায়নের সঙ্গে মুনাফা, বাজার ও ভোগের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। শিল্প কারখানায় ব্যাপক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে যা তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাপমাত্রা বাড়লে জলীয় বাষ্প হবে, তাতে মেঘ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে। ফলে বৃষ্টি বেশি হবে। এই বেশি বৃষ্টি হবে মূলত মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত অঞ্চলে - বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে। এর ফলে আমাদের বন্যার আশঙ্কা আরও বেড়ে যাবে।

এরকম পরিস্থিতিতে, যারা জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে না অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হবে ইতিবাচক এমন বলেন, তারা অবশ্যই নিজেদের স্বার্থে এমন কথা বলেন। তারা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যারা দায়ী তাদের পক্ষের লোক অথবা তাদের নিকট থেকে সুবিধা নিয়ে থাকেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চল ঝুঁকিপূর্ণ, কমবেশি হতে পারে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রত্যেক দশকে ভয়াবহ সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে যা আগে ১০০ বছরে একটা হতো। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে এখন বছরে দুবার বন্যা হয়। উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে খরা ও মরুময়তা। ১৫ কোটি মানুষের এই দেশে কমপক্ষে ১০ কোটি মানুষ হুমকির মুখে।

তাই সকলকে একত্রিত হতে হবে। এক সঙ্গে কথা বলতে হবে এক সুরে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

কর্ম-অধিবেশন ২

জলবায়ু পরিবর্তন ও নারী

প্রথম দিন দ্বিতীয় কর্ম-অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা, নারীর ওপর এর প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নারীর অংশগ্রহণ ও কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। এ অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক শরমিন্দ নিলোর্মি

আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য পাহাড় প্রমাণ। জলবায়ু পরিবর্তনের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাতেও বেশি শিকার হচ্ছে নারীরা। কিন্তু নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের সবথেকে কম দায়ী। আমাদের মতো দেশ, যেখানে নারী-পুরুষ আমরা কেউই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মোটেই দায়ী নই। সত্যিকথা হচ্ছে এখানে নারীরা পরিবেশ রক্ষা করে, পক্ষান্তরে পরিবেশ ধ্বংসকারী অধিকাংশ কাজই করে পুরুষরা। কিন্তু যেহেতু নারীদের সংসার সামলাতে হয় সে কারণেই পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা দেয় তার বেশিরভাগেই শিকার হয় নারীরা। এটা বুঝবার জন্য আমাদের সমাজের নারী-পুরুষের ক্ষমতার পার্থক্য ও ভূমিকা দেখতে হবে।

শরমিন্দ নিলোর্মী
সহযোগী অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

নারী-পুরুষের প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত দৈহিক পার্থক্যগুলোকে বলা হয় সেক্স। আর সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের যে পার্থক্য করা হয় তা হলো জেন্ডার। আমরা অনেক সময় জেন্ডার ও সেক্সকে গুলিয়ে ফেলি। জেন্ডার সমাজ, সামাজিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেক্স অপরিবর্তনীয়। নারী-পুরুষের দায়িত্বের ক্ষেত্রে একটি মাত্র পার্থক্য আছে। সেটি হলো - নারী সন্তান জন্মদান ও দুগ্ধপান করায়, পুরুষ সেটি করে না। আমাদের সমাজে নারীকে দেখা হয় সেবিকা হিসেবে, পাচক হিসেবে, ওয়েট্রেস হিসেবে আর সন্তান লালন-পালনকারী হিসেবে। পক্ষান্তরে পুরুষকে দেখা হয় কর্তা হিসেবে, গাইড হিসেবে,

হিসেবে, বিচারক হিসেবে। অর্থাৎ সব ধরণের ক্ষমতাবান হিসেবে থাকবে পুরুষ আর সব ধরণের অনুসরণকারী হিসেবে থাকবে নারী। কিন্তু নারী সারাদিন অন্তত সাতাশ ধরণের দায়িত্ব পালন করে আর পুরুষ দিনে সর্বোচ্চ সাতটি দায়িত্ব পালন করে।

যদি খাবার পানির উৎস নষ্ট হয় তাহলে নারীকেই ছুটতে হয় দূর দূরান্ত থেকে পানি আনতে। যদি খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয় তাহলে নারীরাই না খেয়ে থাকে। যদি শাক-সব্জি না থাকে তাহলে নারীকে গ্রাম খুঁজে শাকসব্জি নিয়ে রান্না করতে হয়। কোনো কোনো এলাকায় নারীকে মাছ ধরার কাজটিও করতে হয়। আমি এ পেশাটি খারাপ তা বলছি না, কিন্তু পুরুষরা স্বাভাবিকভাবে যে কাজটি করে, তা না করলে নারীকেই সে কাজ করতে হয়। কিন্তু নারীরা যে কাজগুলো করে তা কোনো কারণে না করলে পুরুষ তার দায়িত্ব গ্রহণ করে না।

অপরদিকে আমরা যে কাজগুলো করি তা নারীর চাহিদাকে মাথায় রেখে করি না। কোনো প্রতিষ্ঠান শৌচাগার তৈরি করলে সাধারণত পুরুষদের জন্য ইউরেনাল তৈরি করা হয়, নারীদের নয়। গত সিডরে প্রচুর পরিমাণ নারী মারা যায়। তখন কথা বলে জানলাম, নারীরা সাইক্লোন শেল্টারে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। কারণ, সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে নারীদের জন্য কোনো শৌচাগার নেই। আরেকটি কারণ হলো নারীর শাড়ি। নারীরা শাড়ি পরে থাকে বলে জলোচ্ছ্বাসে সাঁতরে বাঁচতে পারে না, শাড়ি পরে জোরে দৌড়ানোও সম্ভব হয় না।

অপরদিকে বাড়িতে যে গরুছাগল, হাঁসমুরগি পালন করা হয় তার দায়িত্ব, ঘরে মজুদ খাদ্য - চাল ডাল সংরক্ষণ করার দায়িত্ব শিশু ছেলেমেয়ে দেখার দায়িত্ব – এ সবকিছুই থাকে নারীর কাছে। আর একটি দরিদ্র পরিবারের কাছে এ সম্পদগুলোই সর্বস্ব সম্পদ। ফলে, একজন নারী এগুলো ফেলে আশ্রয় নেবার জন্য যেতে পারে না, যা একজন পুরুষ পারে।

এছাড়া গর্ভবতী ও বৃদ্ধ নারীদের জন্য সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে কোনো ব্যবস্থা নেই। গর্ভবতী নারীদের প্রসবকালীন সময়ের পূর্বে ও পরে তিন ঘন্টা থেকে তিন দিন সময় লাগে। এ সময় তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। প্রসবকালীন কষ্টের চিৎকারে মানুষ ভীড় করে আসে। এ কারণে নারীরা সাইক্লোন শেল্টারে থাকতে চায় না। বাড়িতে থাকতে চায়। এছাড়া কিশোরী ও তরুণ মেয়েরা প্রায়ই সাইক্লোন শেল্টারে যৌন হয়রানির শিকার হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামিতে আরো বেশি, আরো ভয়ঙ্কর দুর্যোগ আঘাত হানবে। বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে নারীরা আরও হুমকির মুখে পড়বে। সুতরাং আমাদের নিজেদের আচরণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীর হুমকিগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে দাবি পেশ করতে হবে। আমাদের সম্মিলিতভাবে নারীর ঝুঁকিগুলো বিশ্লেষণ করে অবস্থান নিতে হবে।

নারীদের জলবায়ু পরিবর্তগত ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজন, নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, নারীকে আরো ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেয়া এবং সর্বোপরি সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনা। এগুলো দীর্ঘমেয়াদি কাজ, তবে জরুরিভাবে প্রয়োজন, সামাজিক কাঠামোকে নারীবান্ধব করে তোলা।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সকালের বৈঠক

ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিন সকালে বেলায় বসে বৈঠকি আড্ডা। গেল দিন যে সকল বিষয়াদি আলোচনা হয়েছে তা আড্ডার ঢংয়ে নিজেদের মধ্যে আরো একবার আলোচনা করে নেয়। পাশাপাশি দ্বিতীয় দিনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ক্যাম্প শেষে অংশগ্রহণকারীরা কি করবে, নিজেদের মধ্যে নেটওয়াকিং প্রক্রিয়াটি কি হবে ইত্যাদি বিষয়ও ছিলো আড্ডার অংশ। একই সাথে 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে...' গানটি পরিবেশণের মধ্যদিয়ে বিনোদন দল পুরো ক্যাম্পটি জমিয়ে তোলে। বৈঠকটির সূত্রধর ছিলেন জিয়াউল হক মুক্তা।

'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে' গানটির মধ্যদিয়ে ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীরা গতদিনে যে সকল আলোচনা হয়েছিল তার চুম্বক অংশগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন এবং বিশেষ ভাবে শিখনীয় বিষয়গুলো বোর্ডে লিপিবদ্ধ করেন।

১. ড. আহসান উদ্দীন আহমেদ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অকাট্য নজির দিয়ে প্রমাণ করেছেন;

২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, গ্রামীণ জীবন-জীবিকা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদির ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন;

৩. ড. আহসান উদ্দীন আহমেদ জেলেদের জীবন জীবিকার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন;

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলোকে চিহ্নিত করে দায়ের পরিমাণও বলেছেন;

৫. ড. শরমিন্দ নিলোমী নারী ও শিশুদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন;

৬. তিনি নারীদের সামাজিক অবস্থান ও অবস্থা পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, ইত্যাদি।

পরে বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প ২০০৯ এর ঘোষণাপত্র তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন পাভেল পার্থ, মোহন কুমার মন্ডল, ফজলে এলাহী, শামসুন্নাহার লুবনা, এহসানুল হক শিপু ও পারভীন হালিম। ঘোষণাপত্র তৈরিকারী কমিটি রাতে সভা করে একটি খসড়া তৈরি করবে, যা আগামি দিনের সকালে সার্কেলে চূড়ান্ত করা হবে। অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়, ক্যাম্প শেষে সকল অংশগ্রহণকারী একত্রে ঘোষণাপত্রটি স্মারকলিপি আকারে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ করবেন।

এছাড়া ক্যাম্পের শেষ দিনে ক্যাম্প মূল্যায়নের জন্য মনিটরিং কমিটি একটি মূল্যায়ন ফরম তৈরি করবে, যা সকল অংশগ্রহণকারী পূরণ করবে।

ক্যাম্পের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবির চাহিদা থাকায় সিদ্ধান্ত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ ছবিগুলো ফেসবুকে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প' নামের গ্রুপে আপলোড করে দেয়া হবে। যারা ছবি পেতে চান, ফেসবুকে ঢুকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

যদি কেউ তাদের কমিউনিটিতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক চলচ্চিত্র দেখাতে চান তাহলে অক্সফাম ও প্রান তাদেরকে সহায়তা করবে। এছাড়া নভেম্বর মাসের মধ্যে জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে কোনো ক্যাম্পেইন করতে চাইলে সেক্ষেত্রেও প্রান ও অক্সফাম সহায়তা দিবে।

এরপর অক্সফাম মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ সুমন আলমের নেতৃত্বে কোপেনহেগেন সম্মেলনকে সামনে নিয়ে 'টিক টিক টিক' ক্যাম্পেইনের উদ্যোগে সকল অংশগ্রহণকারী একসাথে হাত তুলে টিক টিক টিক বলে জলবায়ু ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে ধরেন।

কর্ম - অধিবেশন ৩

জলবায়ু পরিবর্তন ও অধিপরামর্শ

তৃতীয় কর্ম-অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটির ক্রমবিকাশ, জলবায়ু রাজনীতি, আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা, সম্ভাব্য ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনটি সঞ্চালক করেন অক্সফ্যাম'র পলিসি ও অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার জিয়াউল হক মুক্তা

জলবায়ু যে আজকে পরিবর্তন হচ্ছে তা কিন্তু নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকেই জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে আসছে। দীর্ঘ মেয়াদে, কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ বছর ধরে এ পরিবর্তন চলতে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই একদা দোদন্ড- প্রতাপে ঘুরে বেড়াতো যে ডাইনোসর তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা যে কার্বনকে দায়ী করছি তা ছাড়া পৃথিবী চলে না। আমাদের শরীরেও কার্বন শক্তি যোগায়।

পৃথিবীর তিনভাগ পানি আর একভাগ মাটি। যদি তাপমাত্রা বাড়ার কারণে এই ৭৫ ভাগ পানিতে বাষ্পীভবন শুরু হয় তাহলে সেটি কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না।

মানুষের কার্যক্রমের ফলে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে আমরা তা নিয়ে কথা বলবো। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্রুপের স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে উত্তরের দেশগুলো দক্ষিণে যে লুণ্ঠন চালিয়েছিলো তার ফলাফল শিল্প বিপ্লব। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে এই দেশগুলোতে হু-হু ভোগের পরিমান বেড়ে যায়। যতো বেশি ভোগ করা হয় ততো বেশি কার্বন উদ্গীরন ঘটে। এটাই বিজ্ঞান। ফলে কি হলো? বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন হলো যা পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। অত্যন্ত দ্রুতবেগে পৃথিবী উষ্ণ হতে শুরু করলো। ফলশ্রুতিতে বিলুপ্ত হয়ে

জিয়াউল হক মুক্তা
ম্যানেজার
পলিসি এন্ড অ্যাডভোকেসি
অক্সফাম জিবি বাংলাদেশ

হয়ে যেতে লাগলো বহু প্রজাতি, উদ্ভিদ ও প্রাণী। অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লো বন, প্রাণী ও মানুষের।

খুব বেশি দিন আগে এটি ধরা পড়ে নি। মাত্র ৪০ বছর আগে ষাটের দশকের শেষ দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। আশির দশকে বিজ্ঞানীরা জোরেশোরে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করতে শুরু করেন। ১৯৯৩ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে পরিবেশকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন ও 'জীববৈচিত্র্য সনদ' গ্রহণ করেন। এ সময়েই আরেকটি সনদ গ্রহণ করা হয় যাকে বলা হয় 'ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)। ১৯৩টি দেশ এ সনদে স্বাক্ষর করেছে।

১৯৯৭ সালে এই সনদের আওতায় কিয়োটো প্রোটোকল গ্রহণ করা হয়। কিয়োটো প্রোটোকলের আওতায় অধিক গ্যাস নির্গমনকারী দেশগুলোর নির্গমন কমানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। এই চুক্তি অনুসারে ২০০৮-২০১২ এই পাঁচ বছরে ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলো বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমন কমাবে। এই দেশগুলোকে বলে অ্যানেক্স-১ দেশ। এই প্রোটোকলে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আলাদা তালিকা করা হয়। এখানে কয়েকটি বিষয়ে ধারণা থাকা ভালো। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বলা হয় এলডিসি (Least Developed Country)। এর বাইরে আছে অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশ (ADC - Advanced Developing Countries), ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র (SIDS - Small Island Developing States) ও সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্র (MVC - Most Vulnerable Countries)।

যা হোক, এরই মধ্যে ২০০৮ সাল চলে আসে। তখন চিন্তা হয়, ২০১২ সালে কিয়োটো প্রোটোকলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর কি হবে? ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ধরণের সম্মেলনকে বলা হয় 'কনফারেন্স অব পার্টিজ' বা কপ (COP)। বালিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এ ধরণের সম্মেলনে কয়েকটি গ্রুপ খুবই জোরালো ভূমিকা রাখে। তার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জি-৮-এর ব্যানারে ধনী দেশগুলো, স্বল্পোন্নত দেশগুলো একত্রে, আবার অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলো একটি ব্যানারে থাকে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, চীন খুবই শক্তিশালী পক্ষ।

এখন প্রশ্ন হলো, এ শতকের শেষ নাগাদ বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা প্রাক শিল্পায়ন যুগের চেয়ে কতটুকু বাড়তে দেয়া হবে? আইপিসিসি বলছে, যদি প্রাক-শিল্পায়ন যুগ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে তাহলেই প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয় হবে। ফলে এর বেশি কোনোক্রমেই বাড়তে দেয়া যাবে না। আইপিসিসি হলো জাতিসঙ্ঘে সকল দেশের বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি পরিষদ যারা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা ও ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেন। আইপিসিসি অর্থ হলো Inter- governmental Panel on Climate Change। আমেরিকান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা'র প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস্ হানসেনের মতে, এই লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে আনা উচিৎ। বর্তমান নির্গমনের হার বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০৫০ সালে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন ১৯৯০ সালের তুলনায় ৮০ ভাগ কমাতে হবে।

কিয়োটো প্রোটোকলে 'মানবজাতিকে রক্ষা'র একটি ভিশন নেয়া হয়েছিলো। অপরদিকে বালি ঘোষণায় ৫টি ভিশন নেয়া হয় : ১. শেয়ার্ড ভিশন, ২. মিটিগেশন, ৩. অ্যাডাপটেশন, ৪. অর্থায়ন ও ৫. প্রযুক্তি।

এখন, অভিযোজন বা খাপ-খাওয়ানের কথা বলা হচ্ছে সেটি কী ধরণের, বহু দ্বীপরাষ্ট্র ডুবে গেলে তারা কিভাবে অভিযোজন করবে? মালদ্বীপ অন্য দেশে জমি কিনে বসবাস করার কথা বলছে, বাংলাদেশের ১৫ কোটি লোক কোথায় যাবে? পানির মধ্যে ভেলায় চড়ে বাস করা যায়, কিন্তু অ্যাডাপটেশনের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জরুরি নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে কি হবে?

বর্তমান ভালো (!) অবস্থায়ও আমাদের দেশের বহু মানুষ খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত। এখন নতুন বিপর্যয়ের সময় কি অবস্থা হবে?

অপরদিকে উন্নত দেশগুলো অ্যাডাপটেশন ফান্ড দেবার কথা বলছে। কিন্তু তাদের ইতিহাস শুধু কথা না রাখার ইতিহাস। ৭০'র দশকে ধনী দেশগুলো অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসট্যান্স (সাধারণ সাহায্য)-র বাইরে মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের (জিএনআই)র ০.৭% দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কিন্তু তার কিছুই পূরণ করে নি।

এখন দাবি উঠেছে, উন্নত দেশ যা কিছু দিতে চাইবে তার একটা আইনী বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়া কোনো কিছু বাস্তবায়ন করা যায় না। এ কারণে কিয়োটো প্রোটোকলও যথাযথ বাস্তবায়ন হয় নি।

এখন আমাদের দাবি তুলতে হবে :

– উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য জলবায়ু তহবিল হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১.৫ ভাগ দিতে হবে;
– বিনামূল্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে;
– অভিযোজনের নিজস্ব প্রযুক্তি বা কৌশলের ওপর স্থানীয় জনগণের স্বত্বাধিকার থাকবে: এবং
– আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা জলবায়ু ন্যায্যতা দেখতে চাই।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সবথেকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। ফলে বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে অর্থায়ন করবে। সরকার এ অর্থ কি উপায়ে পরিচালনা করবে, আমরা জানি না। তবে, আমাদের দেশে বিদেশী অর্থ বরাবরই লুটপাট হয়।

তাই, এ ধরণের তহবিল পর্যবেক্ষণ করতে হবে। জনগণের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করতে হবে। বাজেটে দেখতে হবে – কাজের কম্পোনেন্ট কি কি? কমিউনিটিকে কতো টাকা খরচ হবে? উপকারভোগী কারা? প্রয়োজনে দাতাদের নিয়ে সভা বা কনফারেন্স করতে হবে। জেনে নিতে হবে প্রকৃতপক্ষে কতো টাকা দেয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কর্পোরেট কোম্পানিগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি, পানি ইত্যাদি বিষয়গুলো দখলের প্রতিযোগিতা করছে। নামকাওয়াস্তে গ্রিন টেকনোলজি, গ্রিন বিজনেস ইত্যাদি বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসছে, এদিকে সতর্ক থাকতে হবে।
একই মাঝে আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিও নিতে হবে। কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষকে বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় নিয়ে অ্যাডভোকেসি করা যেতে পারে। জাতীয় ব্যাষ্টিক অর্থনীতি নীতিমালা (National Micro Economic Policy) প্রয়োজন, উপকূলীয় অঞ্চলে শিক্ষা, চিকিৎসা,

কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে, জাতীয় অ্যাডাপটেশন পলিসি ও অ্যাডাপটেশন ফান্ড গঠন করা এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য অ্যাডাপটেশন ফান্ড রয়েছে। ৪২টি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ৪২টি জাতীয় অ্যাডাপটেশন কর্ম পরিকল্পনা (NAPA) হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারের কাজটি ইউএনডিপি করে দিয়েছে। সবগুলো প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে হওয়া দরকার। সম্প্রতি 'জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা' ডিএফআইডি করে দিয়েছে।

অপরদিকে সরকার কোনো রকম গবেষণা ছাড়াই বিশ্বব্যাংককে বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় মাত্র ০৫ বিলিয়ন ডলার লাগবে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলোর আনুমানিক হিসাবেও এ পরিমাণ কমপক্ষে ৩ গুণ বেশি হবে।

অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো তথ্য। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অ্যাডভোকেসি করতে হলে প্রথমেই এ সংক্রান্ত সব তথ্য জেনে হাতের কাছে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে হবে। আমরা সকল ধরণের অ্যাডভোকেসির কাজে গণমাধ্যমকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে।

সকলকে ধন্যবাদ।

কর্ম-অধিবেশন ৪

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন

চতুর্থ কর্ম-অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অধিবেশনে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উন্নয়ন সংস্থা এসডিআরসি-এর নির্বাহী পরিচালক তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী।

তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী
নির্বাহী পরিচালক
সাসটেনইবল ডেভেলপমেন্ট
রিসোর্স সেন্টার

আপনারা সকলেই হয়তো ত্রিভুজ ও তীর চিহ্নের সমন্বয়ে তৈরি এই ছবিটি দেখেছেন। এই ছবির অর্থ হলো তিনটা 'আর'। প্রথমটি হলো 'রিডিউস', তারপর 'রিইউজ' ও সবশেষে 'রিসাইকেল'। সবাই হয়তো শব্দ তিনটার অর্থও জানেন। রিডিউস মানে কমানো, রিইউজ মানে পুনর্ব্যবহার করা এবং রিসাইকেল মানে হলো পুনর্নবায়ন করা। এই চিহ্ন দিয়ে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, কার্বন নির্গমন করে এমন কাজ যতোটা সম্ভব কম করুন, যেসব সম্পদ বারবার ব্যবহার করা যায় সেগুলো ব্যবহার করুন এবং সম্পদ প্রক্রিয়াজাত করে আবার ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। ইদানিং অনেক বইতে দেখবেন লেখা থাকে পুনর্নবায়নকৃত কাগজ দিয়ে তৈরি। এটি হলো একটি কৌশল। কাগজ পুড়িয়ে না ফেলে তা দিয়ে আবার কাগজ তৈরি করা। এতে একদিকে কার্বন নির্গমন কমানো হলো, অন্যদিকে কার্বন শোষণকারী গাছ নিধনও কমানো গেল। এই কাজগুলোকেই মিটিগেশন বলে।

মিটিগেশনের বাংলা পরিভাষা হলো প্রশমন, ঝুঁকি প্রশমন। প্রশমনকে সহজ বাংলায় বলা যায় ঝুঁকি হ্রাস করা, কমানো বা ঝুঁকিমুক্ত করা। এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তনের মিটিগেশন কাকে বলবো? জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী হলো গ্রিনহাউজ গ্যাস। ফলে এমন কাজগুলোকে মিটিগেশন বলা যায়, যেমন:

– বাতাসে গ্রিনহাউজ গ্যাস কমানো
– গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদন করে এমন কাজ কম করা

– গ্রিনহাউজ গ্যাস বাতাস থেকে শুষে নেয় এমন কাজ বেশি করা।

কয়েকটি কৌশল গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে এগুলো হতে পারে। যেমন, গাছ লাগানো। গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর মধ্যে মানুষ সবথেকে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে। গাছ এই গ্যাস যতো শোষণ করবে ততো ঝুঁকি হ্রাস পাবে। সমুদ্রের গুল্মও একই ভূমিকা পালন করে। আবার গাড়িতে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার না করে অন্য প্রযুক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে গ্যাস বের না হয়। পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবহার করা, যেমন সিএনজি।

ইউরোপের একজন লোক বাড়ি থেকে ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার দূর থেকে পছন্দের বার্গার বা অন্য খাবার আনতে যায়। অথচ সে যদি পছন্দের রেস্টুরেন্টে না গিয়ে বাড়ির পাশ থেকে বার্গারটি কিনতো তাহলে ৩০-৪০ কিলোমিটার গাড়ি চালানোর গ্যাস বাতাসে মিশতো না। ধনীদের এ ধরণের খামখেয়ালী আচরণ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন বাড়িয়ে পৃথিবীকে বিপদের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। একটা কম্পিউটার বা টেলিভিশন স্ট্যান্ডবাই মোডে থাকলে ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ খরচ হয়। পৃথিবীতে সবথেকে বেশি গ্রিণহাউজ গ্যাস নির্গমন হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো থেকে। কম্পিউটার বা টিভি বন্ধ করে রাখলে এনার্জি বাঁচে। এনার্জি বাঁচানো মানেই গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানো।

প্রাত্যাহিক জীবনে কার্বন নির্গমন কমানোর অনেকগুলো উপায় আছে। ধরা যাক, ঢাকা থেকে সিলেট যেতে হবে। এক্ষেত্রে বিমানে যাওয়া যায়, বাসে যাওয়া যায়, নিজস্ব কারে যাওয়া যায় আবার ট্রেনে যাওয়া যায়। সবথেকে ভালো হলো, ট্রেনে যাওয়া। কেননা এতে সময় যেমন কম লাগে তেমনি মাথাপিছু সবথেকে কম কার্বন নির্গমন হয়।

এবার আমরা কার্বন নির্গমন কমানোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ নিয়ে একটা চর্চা করবো। আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করবো।

যাদের নামের আদ্যাক্ষর এ থেকে ডি, তারা এক দলে পরিবহণ খাতে কার্বন নির্গমন হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ করবো। যারা ই থেকে এম তারা একটি দলে পরিণত হয়ে কর্মক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন কমানোর কৌশল নির্ধারণ করবো। যারা এন থেকে পিতে পড়ছি তারা একটি দলে মিলিত হয়ে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কার্বন নির্গমন হ্রাসের কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো। যারা কিউ-ও-আর-এর মধ্যে তারা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কবিতা লিখবো। এস দিয়ে যাদের আদ্যাক্ষর তারা বৃক্ষকর্তন হ্রাস করে কার্বন নির্গমন হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ করবো। যাদের আদ্যাক্ষর টি দিয়ে তারা পরিবহন খাত থেকে কার্বন নির্গমন করার সুপারিশ করবে। সবশেষে যারা ইউ থেকে জেড পর্যন্ত তারা একটি দল হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর নাটিকা তৈরি করবে।

প্রথম দল : পরিবহনের ক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন হ্রাস

দলীয় সদস্য	উপায় ও প্রস্তাবনা
আতাউর আল-আমিন আরিফ (১) আরিফ (২) আরিফ (৩) আশরাফ আশীষ বাবলু ড্যানি দীপ দীপঙ্কর দেবাশীষ দেলোয়ার দোলন ওয়াহিদ	REDUCE – Your carbon footprint - Plant trees – Your smoking habits – Taking hardcopies of documents – Your consumption of energy - Go renewable – Usage of Personal transport systems – Use Mass-transport system – Using non-rechargable batteries REUSE – Bio-degradable wastages: use them in your kichen garden – Write/print on both sides of paper RECYCLE – Don't litter. Save wastes and segregate them

দ্বিতীয় দল : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্মন নির্গমন হ্রাস

দলীয় সদস্য	কার্বন নির্গমন হ্রাসের ও প্রস্তাবনা
কাইউম কাওসার জেরিন কলেস্নাল লিমন লাবনী ইকরাম-উদ্দৌলা জাহিদ খোকন	- শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা - পরিবেশবান্ধব ক্লিনার ব্যবহার করা - বিদ্যুতের অপচয় রোধ করা - পানির অপচয় রোধ করা - ল্যাবরেটরির উপকরণ ব্যবহারে সচেতন হওয়া - আধুনিক নির্মাণশৈলিতে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ - ধূমপায়ী বন্ধুদের নিরুৎসাহিত করা - কোমল পানীয় ব্যবহার বর্জন করা - কাগজের অপচয় রোধ করা - স্কুল উপকরণের ক্ষেত্রে পাটজাত পণ্যকে উৎসাহিত করা - শ্রেণীকক্ষে টবে গাছ লাগানো

তৃতীয় দল : কর্মক্ষেত্রে কার্মন নির্গমন হ্রাস

দলীয় সদস্য	উপায় ও প্রস্তাবনা
লুবনা ফেরদৌস মুন্নি যাদব হেনরী ললিত মুকুল ঊষা ইমরান মনি	- দূরত্ব বিবেচনা করে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, পাবলিক পরিবহন বা সিএনজিচালিত পরিবহন ব্যবহার করা - ঋতু-উপযোগী পোষাক পরা - লিফট ব্যবহার কমানো - অফিস কক্ষে শীততাপ যন্ত্র ব্যবহার কমানো - শক্তি সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহার করা - অপ্রয়োজনে লাইট ফ্যান ব্যবহার বন্ধ করা - স্টেশনারি উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা - এয়ার-ফ্রেশেনার ও অ্যারোসল ব্যবহার কমানো - ব্লিচিং পাউডার, পানি ও টিস্যুর পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা - প্রয়োজন ছাড়া কম্পিউটার চালু না রাখা - প্রয়োজন ছাড়া টেলিভিশন বন্ধ রাখা - পরিবেশবান্ধব আসবাবপত্র ব্যবহার করা - অফিস ডেকোরেশনের ক্ষেত্রে কাঠ ও ইটের ব্যবহার কমানো - সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে টবে গাছ লাগানো

চতুর্থ দল : বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কার্মন নির্গমন হ্রাস

দলীয় সদস্য	উপায় ও প্রস্তাবনা
পিয়ালী নির্বাপন নিলু নাতাশা নিয়াজ পারভীন নাসরিন প্রদীপ নাছিমা	- চাষযোগ্য জমি ছাড়া অন্য জায়গাগুলোতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গাছ লাগানো - কাঠের ব্যবহার কমানোর জন্য উন্নত চুলা ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করা - বাড়ির আশপাশে পতিত জমিতে গাছ লাগানো - প্রিয়জনকে বিভিন্ন উপলক্ষে গাছ উপহার দেয়া - রাস্তার পাশে গাছ লাগানো - গাছ দিয়ে বাড়ির সীমানা বেড়া দেয়া - পরিবেশবান্ধব বনায়ন (বাগানায়ন) করা - বন ধ্বংস বন্ধ করা - উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনির আওতা বৃদ্ধি করা - গাছ না কেটে বিকল্প দ্রব্য দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করা - দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে লাগানো গাছের মনিটরিং করা - প্রয়োজনের খাতিরে গাছ কাটতে হলে একটির বদলে দশটি গাছ লাগানো - আগ্রাসী প্রজাতির গাছ লাগানো বন্ধ করে স্থানীয় পরিবেশ-বান্ধব গাছ লাগানো

পঞ্চম দল : জলবায়ু বিষয়ক কবিতা

দলীয় সদস্য	কবিতা
রাজু রাজন রাসেল রানী	জলবায়ু পরিবর্তন এক অভিশাপ তাই হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস; মরছে প্রাণী ভাসছে দেশ এই কি মোদের বাংলাদেশ; রুখতে হবে জলবায়ু পরিবর্তন এই হোক আজ সবার পণ।

ষষ্ঠ দল : বৃক্ষ উজাড় কমানোর মাধ্যমে কার্বন নির্গমন হ্রাস

দলীয় সদস্য	উপায় ও প্রস্তাবনা
সুমন	- বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা ব্যবহার করা
সৌরভ	- প্লাইউড ও পাটসহ বিকল্প দ্রব্য দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি
সৌরভ বড়ুয়া	- সমাজভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা
সাহেরিন	- বিকল্প পেশার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন
সাহাবুদ্দীন	- সামাজিক বনায়নের মেয়াদ বৃদ্ধি
শিপু, শাহজাদা	- কাঠ পুনর্নবায়ন করে নানাক্ষেত্রে ব্যবহার
শ্রাবন্তী, সফদর	- ইটভাটা আইন, বন আইনসহ আইনের যথাযথ প্রয়োগ
সাইফুল, শামসুন্নাহার	- ফলদ ও ঔষধি গাছ সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি করা
সুমন, শাবান	- অপরিকল্পিত পুনর্বাসন রোধ করা

সপ্তম দল : পরিবহনের ক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন হ্রাস

দলীয় সদস্য	উপায় ও প্রস্তাবনা
তুষার	- ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা/গাড়ি ব্যবহার বাড়ানো
তাপ্তি	- সিএনজিচালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানো
টিউলিপ	- অল্প দূরত্বের যাতায়াতের জন্য বাইসাইকেল ব্যবহার
টিটো	- মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ি চলাচল বন্ধ করা
তোফায়েল	- যাতায়াতের ক্ষেত্রে শেয়ারিং-এর অভ্যাস বৃদ্ধি করা - সৌরবিদ্যুৎ চালিত গাড়ি আমদানির জটিলতা নিরসন করা - পাবলিক পরিবহনকে দ্রুত সিএনজিতে রূপান্তর করা - জনগণের জন্য ট্রেন ব্যবহার সহজতর করা

অংশগ্রহণকারীদের দলীয় কাজ উপস্থাপনের পর ব্যক্তিগত জীবনে জলবায়ু বিপর্যস্ত করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তাপস রঞ্জন চক্রবর্ত্তী সেশনের সমাপ্তি করেন।

কর্ম-অধিবেশন ৫

অভিযোজন ও জলবায়ু ন্যায্যতা

পঞ্চম কর্ম-অধিবেশনে স্থানীয় আদিবাসী ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে পরিবেশ ও জলবায়ুর সম্পর্ক, জলবায়ু পরিবর্তনে বাণিজ্যিক আগ্রাসনের ভূমিকা, ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সাধারণ মানুষের উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়। অধিবেশনটি সঞ্চালন করেন জনউদ্ভিদবিদ্যা গবেষক পাভেল পার্থ

'আপনাদের কি গরম লাগছে?' আচমকা এমন প্রশ্ন দিয়ে অধিবেশন শুরু করেন জনউদ্ভিদবিদ্যা গবেষক ও বারসিক'র সমন্বয়কারী পাভেল পার্থ। অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেও গরম অনুভব করতে শুরু করেন। কেউ কেউ বলেও ফেলেন, হ্যাঁ, একটু লাগছে বটে!

এরই মধ্যে আবারও আচমকা প্রশ্ন, জলবায়ু পরিবর্তন ভালো না খারাপ? হকচকিয়ে যায় সবাই। গত দু'দিন ধরে শুনে আসছি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খোদ পৃথিবীটাই মরতে বসেছে, তার মধ্যে এই ভদ্রলোক প্রশ্ন করছেন 'ভালো না খারাপ'। একবাক্যে উত্তর, এটি খারাপ। তখন সঞ্চালক বললেন, জলবায়ু পরিবর্তন না হলে আমাদের আজকের পৃথিবী পেতাম না। তাহলে আমরা কোথায় থাকতাম? তখন সকলেরই মনে হয়, জলবায়ু পরিবর্তন ভালো না খারাপ তা আমরা জানি না।

শুরুতে পৃথিবীটা এমন ছিলো না। জলবায়ুর পরিবর্তন হতে হতে পৃথিবী আজকের এ পর্যায়ে এসেছে। প্রাকৃতিকভাবেই প্রতি ১১ বছর পর পর প্রতিফলিত সূর্যকিরণের তারতম্য ঘটে প্রায় ০.০১ শতাংশ। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন কথাটি নতুন নয় এবং একইসঙ্গে এটি কোনো রাজনীতি নিরপেক্ষ শব্দও নয়। আমরা জানি, মানুষ বিবর্তনের মধ্যদিয়ে পশুপালক থেকে কৃষক হয়েছিলো। গড়ে তুলেছিলো স্থায়ী সভ্যতা। কিন্তু কোথাও কোথাও মানুষ কৃষক

পাভেল পার্থ
জনউদ্ভিদবিদ্যা গবেষক, ও
সহযোগী সমন্বয়ক, বারসিক

থেকে পশুপালক হয়েছিলো। মধ্যভারতের একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, তারা শুরুতে কৃষিকাজ করতো। পরবর্তীতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তীব্র খরা দেখা দেয়। ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীটি কৃষিকাজ করতে না পেরে পশুপালন শুরু করে এবং যাযাবর হয়ে যায়।

এরই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপর কার্বন পদচ্ছাপ পড়ছে। কারা ফেলছে? সে কথায় পরে আসি। তার আগে আরেক গল্প। গ্রামের কোনো নারীকে যদি জিজ্ঞেস করেন, বাড়িতে কারা আছে? সে বলবে, ছেলে-মেয়ে-স্বামী-শ্বাশুড়ির কথা, সঙ্গে থাকবে দুটো গরু, তিনটি ছাগল, হাঁস-মুরগি, পুকুরের মাছ আর আমগাছটির কথাও। ওই নারীর কাছে গরু, মুরগি, আমগাছ – সব তার পরিবারের অংশ। অপরদিকে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করলে বলবেন শুধু বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তানের কথা। এটা হলো পরিবেশ ও প্রতিবেশের মধ্যে পার্থক্য। ওই নারী তার প্রতিবেশকে তার অংশ বলে মনে করে। এটাকে বলা হয় 'প্রতিবেশ নারীবাদ'। এ সম্পর্কিত কয়েকটি মতবাদ আছে। তার প্রথমটিকে বলা হয় মানবতাবাদ বা মানুষকেন্দ্রীক মতবাদ। এ মতবাদের সূত্র অনুসারে, মানুষই প্রধান। এ মতবাদ অনুসারে মানুষের মহত্ত দেখাবার জন্যই হরিণ মারা উচিৎ না। প্রাণকেন্দ্রীক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে কোনো প্রাণীই ধ্বংস করা উচিৎ না। কেননা মানুষ ও পোকা একই প্রাণের অংশ।

প্রাণী-অধিকার মতবাদ অনুসারে মানুষের উচিৎ নিরামিষাশী হওয়া কেননা সকল প্রাণীরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তত্ত্বাবধান মতবাদ অনুসারে মানুষের দায়িত্ব সকল প্রাণীর তত্ত্বাবধান করা। তাই মানুষ অন্য প্রাণীদের রক্ষা করবে। প্রতিবেশ নারীবাদ হলো সর্বশেষ মতবাদ যার মূলসুর হলো, পৃথিবীর মানুষ, গাছপালা, পোকামাকড়, প্রাণী সব একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সুন্দরবনের পাশে বাস করা বনজীবী ও বনের গাছপালাকে আলাদা করা যায় না। আলাদা করলে দুটোর একটিও বাঁচে না। আমাদের মনে আছে, লালেহ ও লালেনের মতো: যে জমজ বোনদের আলাদা করার পর দু'জনই মারা গিয়েছিলো।

পরিবেশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের এক অদ্ভুত সম্পর্ক আছে: যে সম্পর্কের মধ্যদিয়েই তারা পরিবেশ বিপর্যয়ের রেকর্ড রাখে। এক গ্রামীণ শিল্পীর গানে আছে, '১৩২৬ সালে ৭ই আশ্বিন হইলো রে তুফান'। তুফানের রেকর্ড রাখা হয়ে গেলো মানুষের মুখে মুখে। এভাবে প্রাণীর সাথেও তাদের সম্পর্ক। 'কুনো ব্যাঙ গর্ত থেকে বের হয়ে ঘরে উঠতে চাইলে বুঝতে হবে দু-এক দিনের মধ্যে বন্যা হবে'। এখন ব্যাঙ নাই, বৃষ্টি নাই, মেঘ নাই। গ্রামের একটি ছড়া : ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন: শীঘ্র হবে বৃষ্টি যেন। ব্যাঙ নেই মানে প্রকৃতিতে বিরাট একটি ভারসাম্য নেই। ব্যাঙ যে পোকা খেত সেই পোকা অনেক বেড়েছে। সেই পোকা মারতে গিয়ে প্রচুর কীটনাশক দেয়া হয়েছে। কীটনাশক পাখি, মাছ ও জলজ প্রাণী হত্যা করেছে।

পৃথিবীর পুরো খাদ্যজালে শূন্যতা সৃষ্টি করে ভারসাম্যহীন করা হয়েছে শুধু একটি কাজ করে। আর তা হলো, ব্যাঙ রপ্তানি। ৬০টি ব্যাঙ কাটলে ০১ কেজি ব্যাঙের পা হয়। যে দেশে মানুষ ব্যাঙাই-ব্যাঙির বিয়ে দেয় বৃষ্টির জন্য। সেই দেশের সরকার ব্যাঙ রপ্তানির নামে পরিবেশ শেষ করে দেয়। আদিবাসীদের কাছ থেকে একটি চমৎকার তথ্য পাওয়া যায় : আকাশে বিজলি চমকালে ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম বের হয়। ব্যাঙের বিয়ে দেয়ার সাথে বৃষ্টি-খাদ্য-কৃষির একটি গভীর সম্পর্ক আছে।

জৈষ্ঠ্য আষাঢ়ে পোকা ডাকার সঙ্গে জুম চাষের সম্পর্ক রয়েছে। পোকা না ডাকলে আদিবাসীরা জুম চাষ

করে না। কেননা পোকার সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক আছে। এ লোকবিজ্ঞান কতোটা সত্য তা বোঝা গিয়েছিলো গত কয়েক বছর আগে ইঁদুর বন্যার ঘটনায়।

এরপর পাভেল পার্থ সাধারণ মানুষের গরমের প্রকাশভঙ্গি তুলে ধরেন : কাঠফাটা গরম, অস্বস্তিকর গরম, চরম গরম, মাত্রাতিরিক্ত গরম, দমবন্ধ গরম, অস্বাভাবিক গরম, ভ্যাপসা গরম, বেসম্ভব গরম, তোমা গরম ইত্যাদি। ২০০২ সালে ২৭ মে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিলো সাতক্ষীরায় ৩২.৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঐ দিন সাতক্ষীরা থেকে মাত্র ৬২ কিলোমিটার দূরে যশোরে তাপমাত্রা ছিলো মাত্র ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তীব্র গরমের কেন্দ্র ধীরে ধীরে দক্ষিণের দিকে সরে যাচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, ইতোমধ্যে সারা বাংলাদেশই তাপদাহে ভুগছে। দেশের সবখানেই আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যাচ্ছে, দেশে প্রথমবারের মতো সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখা গেলো ঈশ্বরদীতে। দেশব্যাপী বৃষ্টি কমে যাচ্ছে, বাড়ছে লবণ। দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি ঘেরের কারণে লবণ বাড়ছে আরও।

কারণ কি? কারণ, কর্পোরেট বাণিজ্য। লাভের দৌড়ে গরমের আবাদ হচ্ছে। আমাকে-আপনাকে লোভী করে তুলছে বিজ্ঞাপন। আমরা ব্যবহার করছি ফ্রিজ, টেলিভিশন, ব্যক্তিগত গাড়ি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের গ্রি নামের একটি এসি কোম্পানি টেলিভিশান বিজ্ঞাপনে একদিকে যুদ্ধের চিত্র দেখাচ্ছে, অন্যদিকে 'উত্তপ্ত পৃতিবীতে শান্ত শতিল' বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। তারমানে দাঁড়ায় যদি গ্রি এসি থাকে তাহলে যুদ্ধ চললেও সমস্যা নাই। অথচ আমরা জানি এই এসি থেকে বের হবে ভয়ঙ্কর ক্লোরোফ্লুরোকার্বন।

আমাদের কৃষকের কাছে ছিলো বিরূপ আবহাওয়া সহনশীল বীজ। সেই বীজ হটিয়ে দিয়ে দোকানে দোকানে বন্ধ্যা বীজ ঢুকে গেছে। এখন আবার বলা হচ্ছে, 'আমার কাছে আছে জলবায়ু সহনশীল বীজ।' বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সব চেয়ে দায়ী হয়েও ব্যবসা করতে আসছে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের নামে! আর সাধারণ মানুষকে বারবার কোনঠাসা করে ধ্বংস করা হচ্ছে কার্বন শোষণকারী বন। ১৯৬২ সালে মধুপুর শালবনকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। এডিবি সেখানে শালবন কেটে রাবার বন করে। পরে আবার ইকোপার্ক ঘোষণা করে দেয়াল তুলে বন রক্ষা করার চেষ্টা করে। আদিবাসীরা প্রতিরোধ করতে গেলে গুলি করে হত্যা করা হয়।

কিন্তু তার পরেও সাধারণ মানুষ তাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, চর্চা নিয়ে টিকে থাকতে চায়। গোলপাতার ছাউনির নিচে ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে ব্যবহার করে তালপাখা। ঘুমিয়ে থাকে শিশু-বৃদ্ধা-বাবা।

'আপনাদের কি গরম কমেছে?' এই প্রশ্ন দিয়ে পাভেল পার্থ আবারও চমকে দেন সকলকে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন ধরণের জীবন চান? সকলে দ্বিধায় পড়ে যায়। তিনি অনুরোধ করেন, যতোটুকু সম্ভব প্রকৃতিকে ভালোবেসে তার সঙ্গে বাস করুন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে আপনি সামান্য হলেও ভূমিকা রাখতে পারবেন।

সবাইকে ধন্যবাদ।

সমাপনী

বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্পের তৃতীয় দিন সকালে সকল অংশগ্রহণকারী মিলনায়তনে সমবেত হন। ব্যক্তিগত অনুভূতি ব্যক্ত করার মধ্যদিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশের তরুণ সমাজের জলবায়ু ঘোষণা ২০০৯' উপস্থাপন করা হয়। নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি আকারে ঘোষণাপত্রটি পেশ করার পর অংশগ্রহণকারীরা দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। এরপরই সমাপনী আয়োজনের মধ্যদিয়ে শেষ হয় তিনদিনের ক্যাম্প, বেজে উঠে বিদায়ের সুর।

মোহন কুমার মন্ডল

সাতক্ষীরা

আমার এলাকা সাতক্ষীরার শ্যামনগর। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শেষ উপজেলা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখানকার কৃষিতে বিপর্যয় নেমে এসেছে। কৃষক সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে। উপজেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সুন্দরবন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত লবণাক্ততায় বন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বাঘ তার খাবার পাচ্ছে না, বাধ্য হয়ে লোকালয়ে চলে আসছে, মানুষ আক্রমণ করছে। প্রায়ই বাওয়ালি-মৌয়ালরা মারা যাচ্ছে। কারো স্বামী যদি বাঘের আক্রমণে মারা যায় তাহলে গ্রামে তাকে অলক্ষী-অপয়া বলে 'একঘর' করে দেয়া হয়। এরকম বাঘ-বিধবাদের একটি পল্লীতে আমরা কাজ করছি। এ ক্যাম্পের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে একটি কর্মজ্ঞান তৈরি হয়েছে, সকলকে সাতক্ষীরায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা একসাথে অনেক কাজ করতে পারবো।

বাবলু চাকমা

খাগড়াছড়ি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা হুমকির মুখে পড়েছে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত নিয়ম হলো বাড়ির পাশেই বন থাকবে। এই বন কারো একার নয়, কেউ কাটবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বাঁশের চোঙ্গায় করে আদিবাসীরা ছড়া বা ঝর্ণা থেকে পানি আনে। ঝর্ণাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। জুমচাষের সময় একজন বৌদ্ধ ওঝা আসেন। তিনি বনে গিয়ে মন্ত্র পড়েন। বলেন, পশুপাখিরা, তোমরা সরে যাও। আমরা এখন জুমচাষ করবো। তোমাদের ক্ষতি হবে। এটা আসলে মূল্যবোধ। মন্ত্রে পশুপাখি যায় না। কিন্তু সেই সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের সংস্কৃতিই জীবন। সংস্কৃতি হারালে আদিবাসী আর আদিবাসী থাকে না। জলবায়ু ও আদিবাসী নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে আমাদের। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

ফজলে এলাহী

রাঙামাটি

আমরা আদিবাসীদের সাথে কাজ করি। ৩৫৬ কিলোমিটার জুড়ে কাপ্তাই লেক। এটাকে রক্ষা করা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে অনন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামকে রক্ষা করতে হবে। এ জেলা নিয়ে আমাদের সংবেদনশীল হতে হবে। হালদা নদীকে মাছের অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ জেলেকে তিন থেকে পাঁচ মাস মাছ ধরতে দেয়া হয় না। তখন এদের অবস্থা করুণ হয়ে পড়ে। তাদেরকে রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এখানে এসে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এসব প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর মানুষদের সম্পর্ক বুঝতে পারলাম। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সৌরভ বড়ুয়া

চট্টগ্রাম

কক্সবাজার পৃথিবীর সবথেকে বড়ো সমুদ্রসৈকত। সুন্দরবন বিশ্বঐতিহ্য। চট্টগ্রামের হালদা নদী আমাদের গর্ব। ১৯৪৭ সালে এখানে বছরে চার হাজার কেজি পোনা পাওয়া যেতো। এখন মাত্র ৭০ কেজি পাওয়া যায়। কর্ণফূলির লবণাক্ততা বেড়েছে, এই পানি আসছে হালদা নদীতে। যে কারণে মাছের পোনা ছাড়ার পরিবেশ নেই। কর্ণফূলির লবণাক্ততা বাড়ার কারণে আনোয়ারা, বাসখালী উপজেলার কৃষি ধ্বংসের মুখে। হালদা নদী ঘিরে যেসব জেলেরা আছে তাদের মানবাধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। তাদের নদীকে তারা যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছিলো, এখন লবণাক্ততা নদীকে কেড়ে নিচ্ছে। এখানে এসে এ সকল বিষয়ে ক্যাম্পেইন করার ধারণা পেলাম। সকলকে ধন্যবাদ।

রেক্সোনা পারভীন সুমি, খুলনা

যশোরের কেশবপুর ও মনিরামপুর, খুলনার ডুমুরিয়া, সাতক্ষীরার তালা – এসব উপজেলা বছরের পর বছর জলাবদ্ধ। ষাটের দশকে বেড়িবাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। সেই বাঁধের কারণে পলি পড়েছে নদীর তলদেশে। শ্রী, শ্রীহরি, ভদ্রা, কপোতাক্ষ নদ পলিতে ভরে গিয়ে পানি বহন করতে পারে না। জলাবদ্ধ জায়গায় প্রভাবশালীরা লবণপানির চিংড়ি চাষ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জোয়ারের পানির উচ্চতা বেড়ে গিয়ে আরও ভালো হয়েছে তাদের। এ ক্যাম্পে এসে ক্যাম্পেইন নিয়ে বেশকিছু কৌশল শিখলাম। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

পাভেল পার্থ, ঢাকা

খাদ্যাভ্যাসের কারণেও কার্বন নির্গমন হয়। খাদ্য যত প্রক্রিয়াজাত করা হয় ততো বেশি কার্বন নির্গত হয়। ধনী দেশের নাগরিকরা ৩-৪-৫ বার প্রক্রিয়া করা খাবার খায়। একজন আমেরিকান খাবারের মাধ্যমে একদিনে যে পরিমান কার্বন নির্গমন করে আমরা পুরো একমাসেও তা করি না। কর্ণফুলি কাপ্তাই বাঁধের কারণে আমাদের একটি বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে সেটি একটু জানা দরকার। পাহাড়ের ওই এলাকায় আমাদের দেশের বিশেষ এক প্রজাতির কচু ছিলো যা শেষ হয়ে গেছে। এখন সারা বাংলাদেশের কোথাও ওই প্রজাতি পাওয়া যায় না।

সারোয়ার হোসেন সোহেল, যশোর

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল আগে পানির নিচে তলিয়ে ছিলো, মানে জোয়ারে তলিয়ে যেতো ভাটিতে জেগে উঠতো। তার মধ্যেই কৃষক আউশ, আমন, বোরো চাষ করেছে। একর প্রতি খরচ ছিলো পাঁচশ' টাকা। জনসংখ্যার চাহিদা মেটাবার নামে ইরি, ব্রি, হাইব্রিড এসেছে। কৃষকের খরচ বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার টাকা। সে চাষ করতে পারছে না, জমি চলে যাচ্ছে ধনীর কাছে। বীজ আগে ছিলো কৃষকের কাছে। এখন চলে গেছে দোকানে। আবহাওয়া পরিবর্তন, জলবায়ু সহনশীল ইত্যাদি নামে যেন বহুজাতিক কোম্পানি ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

জিয়াউল হক মুক্তা, অক্সফাম

অবশেষে আমরা বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্পের শেষপ্রান্তে পৌছে গেছি। এ তিনদিনে আমরা দেশের বিভিন্ন কোণার মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অভিন্ন আলাপ করেছি; আমাদের সবার লক্ষ্য একটাই। এ দারুণ আয়োজনের জন্য প্রানকে ধন্যবাদ জানাই। প্রান এবং তার কর্মীদের অশেষ পরিশ্রমের ফলে এ ক্যাম্প আয়োজন করা গেছে। আপনারা অনেকে বলেছেন আগামিতে এ রকম ক্যাম্প আয়োজন করার জন্য। আমি আশা করছি আগামি বছরও আমরা ক্যাম্পে একত্রিত হব। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

নুরুল আলম মাসুদ, ক্যাম্প সমন্বয়কারী

যারপরনাই ধন্যবাদ অক্সফাম এবং বিশেষত: মুক্তা ভাইকে। ক্যাম্পের ধারণাটি শেয়ার করার সাথে সাথেই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন। আপনারা, অক্সফাম এবং ইয়াক না হলে এ ক্যাম্প আয়োজন স্বপ্নই থেকে যেত। সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সকল সহকর্মী, উদ্যোমী স্বেচ্ছাসেবক দল এবং অবশ্যই আহসান ভাই, ডালিয়া আপা, পাভেল দা, তাপস দাদা, মেহেদী, সিএসআরএল'র সকল সদস্য এবং সুমন ভাইয়ের প্রতি। আপনারা সকলে আমাকে সমানতালে সাহস যুগিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং ভরসা দিয়েছেন।

স্থানীয় পর্যায়ে মোবিলাইজেশান

ক্যাম্প চলাকালীন সময়ে অংশগ্রহণকারীরা পরিকল্পনা নেয় তারা নিজ নিজ কমিউনিটিতে ফিরে গিয়ে জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে বিভিন্ন মোবিলাইজেশান আয়োজন করবে এবং নভেম্বর'০৯ মাসকে ' বাংলাদেশ ক্লাইমেট অ্যাকশান মাস' হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করবে। পরিকল্পনা মোতাবেক অংশগ্রহণকারীরা তাদের কমিউনিটিতে ফিরে গিয়ে জলবায়ু ন্যায্যতার প্রশ্নে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করে। এ সময়ে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২৫টি কর্মসূচি আয়োজিত হয়, যা স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশ করে। আয়োজিত এ সকল কর্মসূচির কয়েকটি সচিত্র প্রতিবেদন সংযুক্ত হলো।

চট্টগ্রাম

২০- ২১ নভেম্বর ০৯
ডিসি হিল
চট্টগ্রাম

তৃণমূল পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও জনমত গঠনমূলক উদ্যোগ কোপেনহেগেন সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান সুদৃঢ় করবে বলে মতামত মন্তব্য করেন বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ। ২০ নভেম্বর ২০০৯ সংশপ্তক ও প্রান আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও মানববন্ধন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। কপ-১৫ সামনে রেখে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করেন। একই সাথে তিনি একটি সুদৃশ্য একটি পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন করেন।

২১ নভেম্বর'০৯ ডিসি হিলে 'কোপেনহেগেনের প্রতি চট্টলার কণ্ঠস্বর' শিরোনামে মানববন্ধন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, কাউন্সিলর মোঃ গিয়াস উদ্দীন, কাউন্সিলর রেহেনা বেগম রানু ও এনজিও ফোরাম আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম। মানববন্ধন শেষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ পরিবেশ বিষয়ক প্রদর্শণী স্টল পরিদর্শন করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের ডিসি ফরিদ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী। পরে চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে ১৭ দফা দাবি তুলে ধরে ধরে একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে পেশ করা হয়।

বরিশাল

২২ নভেম্বর' ০৯
কির্ত্তোনখোলা নদী
বরিশাল

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পরিবর্তন ঘটছে জলবায়ুর। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট চরম ঘটনা বা দুর্যোগ এবং অনন্যমেয় ভিন্নতা দেখা দিচ্ছে ঋতু বৈচিত্র্যে। কৃষি ও জীবনযাত্রার ক্ষতিসহ জনজীবনের ভোগান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তর। তাই কোপেনহেগেন সম্মেলনে বিশ্বনেতৃবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একটি নতুন কার্যকর চুক্তিতে উপনীত হতে হবে, যা বাংলাদেশসহ বিপদাপন্ন দেশের জনগণের অস্তিত্ব ও জীবিকা রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২২ নভেম্বর' ০৯ উন্নয়ন সংগঠন প্রান্তজন ট্রাস্ট ও প্রানের উদ্যোগে বরিশালের কির্ত্তোনখোলা নদীতে নৌকা বন্ধন আয়োজনে বক্তারা এ মত প্রকাশ করেন।

নৌকা বন্ধনে বরিশাল যায়যায়দিন ফ্রেন্ডস ফোরামের আহ্বায়ক ডাঃ মিজানুর রহমান, সাংবাদিক মিন্টু বসু, প্রান্তজন ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক এসএম শাহাজাদা-সহ বিভিন্ন পেশার তিন শতাধিক মানুষ কির্ত্তোনখোলা নদীতে নৌকা বন্ধন রচনা করে।

এ সময় বক্তারা আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য একটি মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু। তাই এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোপেনহেগেন সম্মেলনে জোর তদবির করা এবং জনদাবিগুলো বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে হবে।

রাঙ্গামাটি

১২ ডিসেম্বর' ০৯
কাপ্তাই হ্রদ
রাঙ্গামাটি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংস রোধ ও জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে ১২ ডিসেম্বর' ০৯ এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ কাপ্তাই হ্রদে নৌবন্ধন, অভিযাত্রা এবং সমাবেশ করেছে গ্লোবাল ভিলেজ। রাঙ্গামাটি শহরের তবলছড়ি লঞ্চঘাট থেকে শুরু হয়ে নৌযাত্রা কাপ্তাই হ্রদের মধ্যবর্তীস্থানে গিয়ে সেখানে নৌবন্ধন এবং সমাবেশ করে।

সমাবেশে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য, রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপি'র সভাপতি দীপেন দেওয়ান, পার্বত্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য শ্রী উষাতন তালুকদার, পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য শামিম রশিদ, দৈনিক গিরিদর্পণ সম্পাদক এ কে এম মকছুদ আহমেদ, রাঙ্গামাটি প্রেস কাব সভাপতি সুনীল কান্তি দে, জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মতিন, ছাত্রলীগের সভাপতি আকবর হোসেন, গ্লোবাল ভিলেজের নির্বাহী পরিচালক ফজলে এলাহী, যুব ইউনিয়নের জেলা সভাপতি আশীষ দাশসহ রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বগতি কর্মকর্তা, পুলিশ প্রশাসন, বনবিভাগ, মৎস্যবিভাগ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াখালী

০৩ নভেম্বর ০৯ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত পটুয়াখালী

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরসনে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক কার্বন নির্গমন কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিতে ৩ নভেম্বর' ০৯ পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে এক মানববন্ধন আয়োজিত হয়। উন্নয়ন সংস্থা প্রান্তজন ট্রাস্ট ও প্রান যৌথভাবে এ মানববন্ধন আয়োজন করে।

মানববন্ধনে কুয়াকাটার স্থানীয় চেয়ারম্যান আবদুল বারেক মোল্লা, প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান বুলেট, ওশান সিটির পরিচালক এইচ, আলী আজম, প্রান্তজন ট্রাস্ট'র নির্বাহী পরিচালক এস এম শাহাজাদা, ব্যবস্থাপক ইব্রাহীম হামিদ মাসুম বক্তব্য রাখেন। মানববন্ধনে কৃষক- মাঝি-জেলে-সহ বিভিন্ন পেশার সহস্রাধিক মানুষ সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন তৈরি করে। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে এবং বাস্তুচ্যুত হবে প্রায় দেড় কোটি মানুষ। জলবায়ুর এ পরিবর্তনের জন্য আমরা দায়ী না হয়েও দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। তাই আগামি মাসে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, নিজেরা কার্বন নির্গমন কমানো এবং এ বিষয়ে নতুন 'জলবায়ু চুক্তি' প্রণয়ন ও তা মানার জন্য বাধ্যবাধকতা তৈরি করতে হবে।

সুন্দরবন

১৭ ডিসেম্বর ০৯
খোলপেটুয়া নদী পাড়
সুন্দরবন, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা, ডিসেম্বর ১৭ দুপুর ১২টা ৫২ মিনিট। বাঘের পিঠে আসন নিয়েছেন বনবিবি। তারপর শুরু হলো গণ আদালতের কাজ। বনজীবীদের অভিযোগ শোনার পর গণ আদালতের প্রধান বিচারক বনবিবি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোকে জরিমানা করে রায় ঘোষণা করেন। জরিমানার টাকা অভিযুক্ত দেশগুলোর কাছ থেকে তিপূরণ হিসেবে আদায়ের মাধ্যমে রায় কার্যকরের নির্দেশ দেন তিনি। রায়ের একটি কপি জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করে আদালত নির্দেশ দেয়- প্রধানমন্ত্রী বরাবর পাঠিয়ে তা ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে চলমান জলবায়ু সম্মেলনে উত্থাপনের জন্য। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবন সংলগ্ন বুড়িগোয়ালিনী সংলগ্ন খোলপেটুয়া নদীর পাড়ে প্রতীকী এই গণ আদালত বসে। প্রতীকী এই বিচারের সময় উপস্থিত জেলা প্রশাসক আব্দুস সামাদ বলেন, 'আমি রায়ের কপি প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেব।"

বিচার কাজের শুরুতে একদল বনজীবী মৌয়াল আল্লাহ- রসূল- বনবিবি- মোখলেস ফকির ও গাজী-কালুর বন্দনা করে সংগীত পরিবেশন করেন। এর পরপরই আদালতের সহকারী বাদীপরে অভিযোগ লিখিত ও মৌখিকভাবে তুলে ধরেন।

বাদী মৌয়াল সাহাবুদ্দিন অভিযোগ করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ধ্বংস হয়ে গেছে। বনে মৌচাক নেই। মধুও নেই। সাহাবুদ্দিন গাইনের অভিযোগ, বনের নদী গভীর ছিল। এখন নদীতে চর পড়ছে। নদী হয়ে পড়ছে মাছ শূন্য।

দিনাজপুর

১৮ নভেম্বর' ০৯
দিনাজপুর

'জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী ধনী দেশ, তাদের জন্য বিপন্ন হচ্ছে বাংলাদেশ। জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত কর এখনই'- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে দিনাজপুরে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-সিডিসি, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক-প্রান'র যৌথ উদ্যোগে ১৮ নভেম্বর' ০৯ কৃষাণ বাজার থেকে একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তরা বলেন, আমরা খরা, বন্যা, ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছি। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ এবং এ জন্য দায়ী ধনী দেশ। আগামী ডিসেম্বর'০৯ মাসে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে জলবায়ু সম্মেলনে ধনী দেশগুলো তাদের কার্বন নির্গমন হার কমিয়ে আনা এবং ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গিকার করতে হবে।

পরদিন দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়; এবং ০৬ ডিসেম্বর'০৯ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ ও পার্লামেন্ট মেম্বার ফোরাম অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'র আহবায়ক আ. স. ম. ফিরোজ এমপি-র হাতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের তরুণ সমাজের ঘোষণাপত্র হস্তান্তর করেন।

সাতক্ষীরা

০৫ নভেম্বর ০৯
সাতক্ষীরা

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরসনে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক কার্বন নিগমন কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিতে ৫ নভেম্বর' ০৯ সাতক্ষীরার রামখোলা প্রাঙ্গণে লিডার্স ও প্রান এক কনসার্টের আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বিভিন্ন ধরণের সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি জলবায়ু ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের কোনো ভূমিকা নাই, বরং

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের জনগণ জলবায়ু সুরা করে আসছে। জলবায়ু সুরায় দেশের জনগণের এ নিরলস ভূমিকাকে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

- দেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রতিবেশ অঞ্চলে প্রান্তিক জনগণ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর ভেতর লড়াই করে জীবন জীবিকা টিকিয়ে রেখেছেন। জলবায়ু সুরায় তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং জলবায়ু সংক্রান্ত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-উদ্যোগ-শিক্ষা- গবেষণা কার্যক্রমে তাদেরকে সক্রিয়ভাবে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।
- জলবায়ু শরণার্থীদের শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় আইন সংশোধন করতে হবে।

কুমিল্লা

০৩ নভেম্বর' ০৯
কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত
পটুয়াখালী

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরসনে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক কার্বন নিগমন কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিতে ৩ নভেম্বর' ০৯ পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে এক মানববন্ধন আয়োজিত হয়।

উন্নয়ন সংস্থা প্রান্তজন ট্রাস্ট ও প্রান যৌথভাবে এ মানববন্ধন আয়োজন করে।

মানববন্ধনে কুয়াকাটার স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব আঃ বারেক মোল্লা, প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান বুলেট, ওশান সিটির পরিচালক এইচ, আলী আজম, প্রান্তজন ট্রাস্ট'র নির্বাহী পরিচালক এস এম শাহাজাদা, ব্যবস্থাপক ইব্রাহীম হামিদ মাসুম বক্তব্য রাখেন। মানববন্ধনে কৃষক- মাঝি-জেলে-সহ বিভিন্ন পেশার সহস্রাধিক মানুষ সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন তৈরি করে। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে এবং বাস্তুচ্যুত হবে প্রায় দেড় কোটি মানুষ। জলবায়ুর এ পরিবর্তনের জন্য আমরা দায়ী না হয়েও দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। তাই আগামি মাসে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, নিজেরা কার্বন নির্গমন কমানো এবং এ বিষয়ে নতুন 'জলবায়ু চুক্তি' প্রণয়ন ও তা মানার জন্য বাধ্যবাধকতা তৈরি করতে হবে।

ক্যাম্পকে ঘিরে নেয়া হয় ব্যাপক মিডিয়া ক্যাম্পেইন প্রস্তুতি। এ জন্য একটি মিডিয়া আউটরিচ প্লান তৈরি করা হয়। ক্যাম্পের আগে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি প্রতিদিন ক্যাম্প কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবহিত করা হয়। ক্যাম্প কার্যক্রমের সংবাদ দেশী বিদেশী বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে প্রচার করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন টেলিভিশান মাধ্যম ক্যাম্পকে ঘিরে আয়োজকদের দীর্ঘ সাক্ষাতকার প্রকাশ করে। এমনকি ক্যাম্প পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জলবায়ু ন্যায্যতা বিষয়ে আলোচনার জন্য যোগাযোগ করে। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি হালের যেসকল নতুন মাধ্যম রয়েছে ই-মেইল, গ্রুপ, ফেসবুক, ব্লগ, ইউটিউব, অনলাইন সংবাদ মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে ক্যাম্প কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিছু ক্লিপিংস্ সংযুক্ত করা হলো।

মিডিয়া

34

39

Navigation

Bangladesh Declaration 2009

"Destroving other's dreams and joy one cannot remain in peace"
"People of Bangladesh are not responsible for climate change"
"Why should we suffer the consequence of climate change due to consumerism of rich countries?"

On behalf of the youths of Bangladesh, We are 115 youth representative of different class, cast, ethnicity and gender from 51 districts presenting 11 points climate declaration 2009 on the role and responsibility.

1. Poor people of Bangladesh did not contribute to the current climate change, rather historically the masses of the country contributed in mitigation. Government of the country and international community must recognize the tireless efforts of Bangladeshi people in protecting the climate.

2. Poor people from different Agro Ecological zone of Bangladesh are struggling to secure their livelihoods by adapting to the climate change and it's impact. Their contribution to climate mitigation must be recognized and their active participation must be insured in all national action plan, projects, education and research initiatives.

3. The government must declare the climate change as the major threat to the livelihoods and national security. Bangladesh must take a fair just political stand under a coordinated outlook. Under the constitution of Bangladesh the government is responsible of ensuring the rights and standard of living from the impact of climate change.

NEW AGE

September 28, 2009

Camp on climate change campaign starts in Noakhali on October 23

Staff Correspondent

Participatory Research and Action Network and Youth in Action on Climate in association with Oxfam International will organise a three-day camp on climate change campaign in Noakhali on October 23, said a press release.

The objective of the camp is to create awareness among youths about a movement for climate justice, encouraging climate education and building the capacity of youths.

Interested youths working with the community level have been requested to get the application forms through www.pran-bd.org/climatecamp to take part in the camp.

The deadline for sending the application forms is October 5. The filled in application forms will have to be sent at info@pran-bd.org.

Mon, Oct 26, 2009 3:11:36

All Party Parliamentary Group (APPG) on Climate Change of Bangladesh Expressed Extreme Disappointment on the Progress of Climate Negotiation

The chair of All Party Parliamentary Group on Climate Change of Bangladesh and the Member of Parliament, Saber Hossain Chowdhury, along with local MPs and Representatives, expressed their disappointment and frustration on the attitude of the developed countries in the current spell of climate negotiations.

Mr. Chowdhury was speaking at the opening ceremony of the "Bangladesh Climate Camp," jointly organized by Youth in Action on Climate (YAC), a coalition of youth organizations, and Oxfam ... iths and young professionals from around the ... l in the southern district of Noakhali in ... e 3 days long camp to devise a action plan to ... ome of the UNFCC conference in Copenhagen.

... it disastrous impact of Climate Change on poor ... "Climate Catastrophe," Mr. Chowdhury said, ... dustrialized countries that are most responsible ... mate catastrophe have failed to reach a legally ... t and failed to announce any significant funds ... e Adaptation for the most vulnerable countries ... eloped and sm... states"

m/events/print.php?eid=133633786565

Bangladesh Climate Camp
Friday, October 16, 2009 at 10:00am
76 guests attending

Adhikary, Ashoke	Attending
Ahmed, Kousik	Attending
Akbar, Shahid	Attending
Alam, Didarul	Attending
Alam, Shah	
Arjo, Shuborno	Attending
Asad, Asad	Attending
Azad, Azadul	

৫৮

Volume 2 Issue 144 | November 15 , 2009

Inside

News Room
Spotlight
Feature
Photo Feature
Fun

Star Campus Home

Feature

Bangladesh Climate Camp 2009

Nuhash Humayun

[illegible] Bangladesh Climate Camp 2009 is a testimony to true climate concern. Chief [illegible] of Participatory Research and Action Network (PRAN) Mr. Nurul Alam Masud [illegible] the keynote address on the opening day, 22 October. He emphasized on active [illegible] participation in Bangladesh [illegible] termed [illegible] due to anthropogenic activities. He expressed [illegible] concern for the agricultural laborers and the coastline dwellers.

[illegible] background of the Camp was made very clear. Local [illegible] message [illegible] and wide. Applications poured in from all [illegible] country [illegible] country also showed [illegible] from 51 districts of Bangladesh and [illegible] six participants from neighboring countries as well as Europe, the total [illegible] being one hundred and twenty.

[illegible] Peoples [illegible] and Environment Mr. Saber Hossen Chowdhury. The participants came up with the problems of their [illegible] of [illegible] directed [illegible] possible issues that arose and promised to start working on those. He felt that Climate change is a threat to all [illegible]. Our food [illegible] a significant drop down in the [illegible] years.

[illegible] change and [illegible] strategies questions the rights that hu[illegible]y. With the advent of [illegible]ization, the [illegible] have been shooting carbon dioxide in [illegible] are primarily to be blamed [illegible] unprecedented [illegible] of [illegible] they are the main stakeholders of [illegible]. Developing countries like Bangladesh demand that they reduce their CO2 emissions so that [illegible] iterated countries like Bangladesh should be given adequate time to march [illegible] progress. They have the Right to Develop. If that right is [illegible] the Annex one [illegible]

[illegible] grand opening for the Camp. The guests being the same as the night before [illegible] special [illegible] Saber [illegible] Chowdhury cited the example of [illegible] where the population [illegible] amounting to nearly [illegible]. The Maldives Government is moving [illegible] different countries so that the climate [illegible] be [illegible] being [illegible] low lying [illegible] especially [illegible] of submersion. This move cannot be replicated in Bangladesh.

[illegible] reason being the vast land area and population explosion. He also shared good news with the countrymen that are in order to [illegible] change, [illegible] crores of taka has been earmarked. He requested all the people of the country [illegible] banner a[illegible]te change. It is a global problem requiring a global solution.

The local Member of Parliament has pinned all his hopes on the media. He termed that as the First Estate. He requested them to u[illegible] write something that will create a stir among the international negotiators. The Vice Cha[illegible]nd Technology University seemed to be clear in a radical demand. He wanted to be well compensated from the western countries.

After the inauguration, the participants broke into different [illegible] of these being cultural, debating, mobilization, media, photography and monitoring groups. The purpose off thes[illegible] involve self-tasking.

In order to have a sound knowledge of the hard science behind Climate Change, eminent scientist and IPCC co author Dr. Ahsan was called in. His presentation was extremely well informative. After giving the audience a basic understanding of climate change, he took Bangladesh as a case study. Littoral Bangladesh around the Sunderbans is marked as one of the most vulnerable areas. Rising sea level and salt water ingress destroying crops are its main problems. Erratic weather events and forced displacement is an alarming problem out there.

[illegible] demy grounds. The [illegible] as symbolic. It showed [illegible] 5 Meeting in [illegible]

বাংলাদেশ সময়

জলবায়ু পরিবর্তনই এখন এক নম্বর জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু

[illegible] ainfall, cyclone and [illegible] 1990 s. Rise in [illegible] ndred years [illegible] the main cause [illegible] rise US being the [illegible] o give the [illegible]

The evening was big leap. A film titled "The Island" was screened. It was a Science fiction. Post dinner all of the participants gathered on the terrace to make merry. The air was light. Climate Change and its imminent mayhem were not to be seen. Fun and frolic was omnipresent.

On the last day a collective signature pledge was handed over to the District Magistrate so [illegible] action to reduce carbon emission where ever possible to combat climate [illegible] and livelihood.

([illegible] writer is the organizer, Bangladesh Climate Camp 2009)

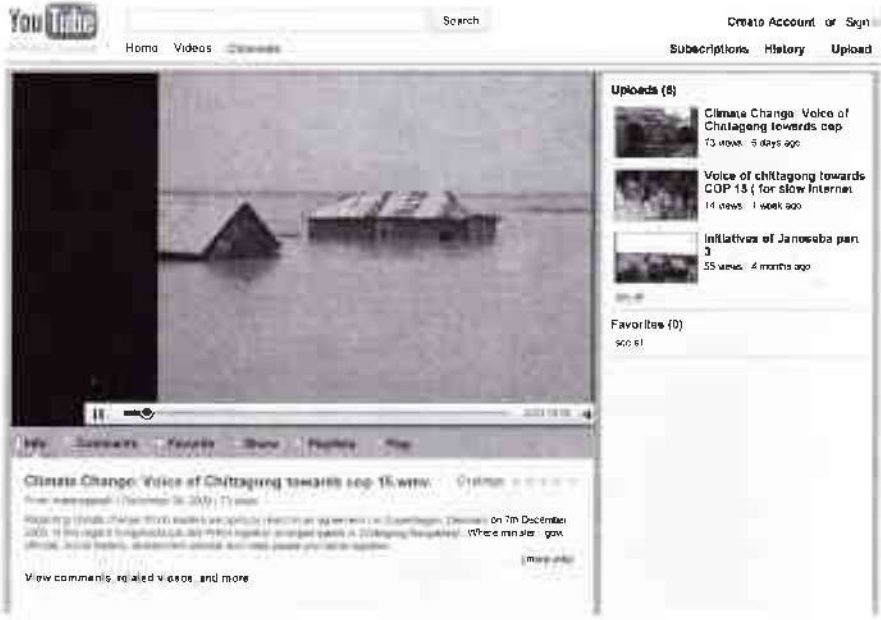

You Tube

Search

Create Account or Sign

Home Videos

Subscriptions History Upload

Uploads (6)

Climate Change: Voice of Chatagong towards cop

13 views 5 days ago

Voice of chittagong towards COP 15 (for slow internet

14 views 1 week ago

Initiatives of Janoseba part 3

55 views 4 months ago

Favorites (0)

Climate Change: Voice of Chittagong towards cop 15 www.

on 7th December

Where minister gov.

(more info)

View comments related videos and more

The Independent

Dhaka Tuesday 27 October 2009 / 12 Kartik 1416 / 7 Zilkad 1430

News

Front Page
Back Page
Metropolitan
Country
International
Miscellaneous

Business

Business Local
Business Foreign

Sports

Sports Local
Sports Foreign

Editorial

Editorial
Post Editorial
Letter

Call for taking steps to tackle climate change

STAFF REPORTER

attitude of the developed countries in the current spel of clima
industrialised countries are responsible for the current
escape their historical responsibilities with
Alam Masud a representative of YAC
After the rally at 2 pm yesterday the
Declaration on climate change and a
the deputy commissioner of Noakhali
The letter to prime minister demanded the
unyielding actions to push for a binding ag
conference at Copenhagen in Denmark in Dec

The Daily Star

Monday September 28 2009

Bangladesh Climate Camp Oct 23-25

Metro Desk

Participatory Research and Action Network (PRAN) and Youth in Action on Climate (YAC) are going to organise Bangladesh Climate Camp in association with Oxfam International on October 23-25 in Noakhali

The objective of the three day climate change campaign programme is to create awareness among youth for a movement for climate justice and encourage climate education, says a press release

This is an event for experienced youth actively working with the community level Applications from women are highly encouraged

To be eligible one needs to fill up the application form from www pran-bd org/climatecamp and send it to info@pran-bd org by October 5

The organisers will bear the expenses of the participant's travel accommodation and meals during the camp.

For further information interested people can dial 01819 449 710

© thedailystar net 1991-2008 All Rights Reserved

ISDR

International Strategy for **Disaster Reduction**

Bangladesh climate camp

Type: Training course
Date: 16-18 Oct 2009
Location: Noakhali (Bangladesh)
Language: English Bangla

4. To build the capacity of youth to uphold activism on climate change
5. To organize "Bangladesh month of climate action" successfully

Target audience

will be awarded to participate in the Camp

expresses for their international travel cost. But it will manage their Local Travel, Accommodation and Refreshments during the camp

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper

Antigraft drive failed as CG served losers: PM

Home | Bangladesh | Politics | Sport | World | KIDZ | Lifestyle | Technology

Weather Photo Gallery Archive Press Releases

Saturday, October 24, 2009 1:14 pm

IN PARTNERSHIP WITH **REUTERS**

Climate Camp opens to sensitise people

Sat, Oct 24th, 2009 3:47 am BdST

Noakhali, Oct 23 (bdnews24.com)—A national camp on climate change ... day, for the first time in the country, to sensitise the people about the risks of climate ch...

Chief of All Party Parliamentary Group (AAPG) on Climate ... y stressed national unity to combat the climate change threats

Over 100 representatives from 51 districts and the SAARC co... ate Camp

Programmes of the camp comprise workshops, discussions, exp...

Chowdhury said climate change is now the chief threat to national s... security, agriculture and education."

Addressing the youths, the Awami League MP said: "Only the youths can ... unite them to fight the challenge."

Local MP Ekramul Karim Chowdhury, vice chancellor of Noakhali University ... Kamal Odhikari, Oxfam Great Britain advocacy representative Kirsty Hughes spoke ... session

Participatory Research and Action Network (PRAN), Youth in Action on Climate (YAC, ... international are organising the camp

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

ভোরের কাগজ অনলাইন

অক্টোবর ২৪, ২০০৯, শনিবার : কার্তিক ৯, ১৪১৬ আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

প্রথম পাতা

অন্যান্য খবর

দৈনিক জনতা

উন্নত বিশ্ব এখনো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যাপারে অঙ্গীকার করেনি

নোয়াখালীতে জলবায়ু বিষয়ক ক্যাম্পে সাবের চৌধুরী

নোয়াখালী প্রতিনিধি : গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ভর্তুকি দেয়ার ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের আচরণের কঠোর সমালোচনা করেছেন জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। তিনি বলেন উন্নত বিশ্ব এখনো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর ব্যাপারে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতায় যেতে চাচ্ছে না। এমনকি তারা এখনো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পর্যাপ্ত অর্থায়নের জন্য কোনো [illegible]

Focus Bangla

3 13 30 PM on Saturday, 24th October Login | Sign Up | Search

সর্বশেষ • • • বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা নেই তেল এক ধাপ বেড়েছে তেলের ...

প্রচ্ছদ জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য খেলা প্রবাস জীবন ভ্রমণ স্বাস্থ্য শিক্ষাঙ্গন বিনোদন প্রতিনিধির দাবি

প্রচ্ছদ [illegible] জলবায়ু ঝুঁকি থেকে রক্ষার দাবিতে নোয়াখালীতে ক্লাইমেট ক্যাম্প

জলবায়ু ঝুঁকি থেকে রক্ষার দাবিতে নোয়াখালীতে ক্লাইমেট ক্যাম্প

THURSDAY 22 OCTOBER 2009 16 52

নোয়াখালীর বিআরডিবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুক্রবার থেকে ৩ দিন ব্যাপী বাংলাদেশের প্রথম ক্লাইমেট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার দাবিতে পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান), ইয়ুথ ইন অ্যাকশন অন ক্লাইমেট (ইয়াক) ও অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল-এর যৌথ উদ্যোগে এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। সারা বাংলাদেশ থেকে শতাধিক তরুণ প্রতিনিধি এ ক্যাম্পে যোগ দেবেন বলে আয়োজক সংগঠন প্রান-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আগামী ৭-১৮ ডিসেম্বর ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে জাতিসংঘের আয়োজনে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের ঝুঁকিগুলো তুলে ধরা, কার্বন নির্গমন কমানো ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর প্রতিশ্রুতি আদায়ের উদ্দেশ্যে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে বলে প্রানের প্রধান নির্বাহী নুরুল আলম মাসুদ জানান।

জাতীয় সংসদের অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত [illegible] অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

ক্যাম্প শেষে অংশগ্রহণকারী তরুণ প্রতিনিধিরা পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে সারাদেশে বাংলাদেশ ক্লাইমেট অ্যাকশন মাস ২০০৯ পালন করবে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উন্নত দেশের কাছে সারাদেশের সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া তুলে ধরা হবে বলে আয়োজনকারীরা আশা প্রকাশ করেছেন।

নোয়াখালী, ২২ অক্টোবর, ফোকাস বাংলা নিউজ: সংবাদদাতা/জাহিদ/১৮২৫ঘ /ফোকাস বাংলা/সাহরিয়ার

ISDR

International Strategy for **Disaster Reduction**

Bangladesh climate camp

Type: Training course

Date: 16 18 Oct 2009

Location: Noakhali (Bangladesh)

Language: English Bangla

Organizer

- [illegible]

Description

Objectives of the camp

1. To take direct action against the root causes of climate change
2. To build a movement asking climate justice
3. To create a space for climate education
4. To build the capacity of youth to uphold activism on climate change
5. To organize "Bangladesh month of climate action" successfully

Target audience

This is an event for experienced youth actively working with the community [illegible] will be awarded to participate in the Camp

Participants from neighboring countries are welcome. As the organization has limited funds, it is not in position of reimbursing the expenses for their International travel cost. But it will manage their Local Travel, Accommodation and Refreshments during the camp

New Nation

Climate change a threat to human habitation across the globe

bdnews24.com

Bangladesh's First Online Newspaper

▸ Antigraft drive failed as CG served losers: PM

Home | Bangladesh | Politics | Sport | World | KIDZ | Lifestyle | Technology

Weather Photo Gallery Archive Press Releases

Saturday October 24, 2009 1 14 pm

IN PARTNERSHIP WITH **REUTERS**

Climate Camp opens to sensitise people

Sat, Oct 24th, 2009 3:47 am BdST

Noakhali, Oct 23 (bdnews24.com)—A national camp on climate change [illegible] day, for the first time in the country, to sensitise the people about the risks of climate ch[illegible]

Chief of All Party Parliamentary Group (APPG) on Climate [illegible] stressed national unity to combat the climate change threats.

Over 100 representatives from 61 districts and the SAARC c[illegible] the Camp.

Programmes of the camp comprise workshops, discussions, sig[illegible]

Chowdhury said climate change is now the chief threat to national s[illegible] security, agriculture and education."

Addressing the youths, the Awami League MP said: "Only the youths can [illegible] unite them to fight the challenge."

Local MP Ekramul Karim Chowdhury, vice chancellor of Noakhali University of [illegible] Kumar Odhikari, Oxfam Great Britain advocacy representative Kirsty Hue spoke [illegible] session.

Participatory Research and Action Network (PRAN), Youth in Action on Climate (YAC[illegible] international are organising the camp.

The Financial Express

Home Page, Dhaka, Saturday October 24 2009

Ads by Google Bangladesh Garments Environmental Issues Bengal Tigers Environm

Foreign experts converge on Noakhali 3-day climate camp

NOAKHALI, Oct 23 (BSS): Experts and environmentalists from six countries with climate vulnerabilities have converged on Noakhali to devise a common strategy for facing the challenges of climate change.

The three-day camp that began Friday at the local BRDB training centre would adopt a policy putting in non-negotiable demands for a fair and equitable climate change.

CABI Blogs: hand picked ... and carefully sorted

August 20, 2009

Camping to fight climate change – the heat is on

If you go to Blackheath, London today you will witness environmental protestors camping and campaigning to get those in power to step up their act and stop global warming and climate change. Another camp gathering is being organised in Bangladesh to take place in October. Youth delegates pledged to keep global warming high on the international agenda as the Tunza International Youth Conference on Climate Change ended on 23 August in Daejeon, Republic of Korea; they urged world leaders to seal a meaningful deal in the forthcoming meeting in Copenhagen. A five-day 300-mile bicycle tour (Bit a Climate Ride) is taking place in New York, USA next month and will feature expert speakers every night and will conclude with a rally on the steps of the U.S. Capitol building (see my previous blog). The pressure is on, as the much publicized Climate Change meeting in Copenhagen in December approaches.

Supporters travelled from across the UK to Blackheath, where the camp has been set up on a hill overlooking Docklands and Canary Wharf. Organisers say this year's venue symbolises the financial and corporate centres of power, and is within the floodplains of the River Thames, which they warn is at risk of bursting its banks if climate change continues to escalate (see report here).

The three-day long 'Bangladesh Climate Camp-09' in association with Oxfam International will be held in Noakhali from 16 to 18 October 2009. The objectives of the camp are: to take direct action against the root causes of Climate Change, to build a movement asking Climate Justice, to create a space for Climate Education, to build the capacity of youth to uphold activism on Climate Change, to organize 'Bangladesh month of Climate Action' successfully. Bangladesh is particularly vulnerable to climate change. The entire country is basically one vast river delta, which leaves it at the mercy of weather extremes.

Lawmaker and president of the all-party parliamentary group on climate change and environment Saber Hossain Chowdhury inaugurated the 'Bangladesh Climate Camp-2009' as the chief guest.

Participatory Research and Action Network (PRAN) and Youth in Action on Climate (YAC) jointly organised the camp with the assistance of the OXFAM. Representatives are attending the camp styled "Bangladesh Climate

The Independent

Dhaka, Saturday, 24 October 2009 / 9 Kartik 1416 / 4 Zilkad 1430

Bangladesh Climate camp starts tomorrow

STAFF REPORTER

The three day long 'Bangladesh climate Camp 2009' will start tomorrow at BRDB Training Centre, in Noakhali. Some 150 youngsters from 50 districts will participate in the 3-day long camp.

This was disclosed at a press conference held in the city yesterday.

Participatory Research and Action Network (PRAN), Youth in Action on Climate (YAC) and Oxfam International jointly organised the conference.

Addressing the conference Sharifuzzaman Sharif of YAC said that taking aid from international financial institutions like the World Bank, ADB and IMF in the policy making sector would never benefit the country and its people.

He also urged to form a separate cell to raise climate change fund.

Saber Hossain Chowdhury, MP will inaugurate the camp as chief guest.

Ekramul Karim Chowdhury, MP, Noakhali-4, President of CSRL, Shirin Aktar will be special guests in the inaugural ceremony, the meeting was told.

Md Khalid Hossain of Oxfam, GM Shohrawardi of PRDS, and Md Humayun Kabir of Green Voice were present in the conference.

theindependent-bd.com

The Independent

শনিবার
২৪ অক্টোবর ২০০৯
৯ কার্তিক ১৪১৬
৪ জিলকদ ১৪৩০
বছর ০৪ সংখ্যা ১৩৭ পৃষ্ঠা ১৬

যায়যায়দিন

হোম পেজ প্রথম পাতা । মহানগর । অর্থ-বানিজ্য । সম্পাদকীয়- উপসম্পাদকীয় । মুক্ত কথা । বিদেশ । বিনোদন । স্বদেশ । খেলাধুলা । বিজনেস এও । শেষের পাতা । নগর সংস্করণ

যায়যায়দিন ম্যাগাজিন

বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্পের উদ্বোধনী

নোয়াখালী প্রতিনিধি

শুক্রবার সকালে নোয়াখালী বিআরডিবি মিলনায়তনে বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জলবায়ু ও পরিবেশবিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। তিনদিনব্যাপী এ ক্যাম্পের আয়োজন করে পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান), ইয়ুথ ইন অ্যাকশন অন ক্লাইমেট (ইয়াক) ও অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথমবারের মতো এ ক্যাম্পে দেশের ৫১টি জেলা থেকে শতাধিক তরুণ প্রতিনিধি ছাড়াও সার্কভুক্ত বিভিন্ন

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ অনলাইন

সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০৯, সোমবার : আশ্বিন ১৩, ১৪১৬

আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

প্রথম পাতা
অন্যান্য খবর
সম্পাদকীয়
মুক্তচিন্তা
চিঠিপত্র
এই দেশ
এই জনপদ
ভিনদেশ
খেলা-ধূলা

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ক্যাম্পে অংশ নিতে নিবন্ধনের আহ্বান

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও এ বিষয়ে জনআন্দোলন গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায় পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রাণ ও ইয়ুথ ইন অ্যাকশান অন ক্লাইমেট আগামী ২৩ অক্টোবর থেকে তিন দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প ০৯' আয়োজন করতে যাচ্ছে।
ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহীরা নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন।
অংশগ্রহণকারীদের বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।
ক্যাম্পের ধারণাপত্র এবং আবেদনের নির্ধারিত ফরম ঠিকানায় পাওয়া যাবে। অথবা ঠিকানায় ই-মেইল বা ০১৮১৯ ৪৪৯ ৭১০ নাম্বারে যোগাযোগ করে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ

New User? Sign Up Sign In Help Yahoo! Mail

YAHOO! GROUPS

Search Web Search

Members Only
Post
Files
Photos
Links
Database
Polls
Members
Calendar
Promote
Groups Labs (Beta)

Already a member?

Yahoo! Groups Tips
Did you know...

Message # Go Search Search

Bangladesh climate camp

« Prev Message | Next Message »

Sat Aug 29, 2009

Bangladesh Climate Camp

16 - 18 October 2009, Friday - Sunday

Noakhali, Bangladesh

CALL FOR PARTICIPATION

We are happy to announce that Participatory Research & Action Network PRAN (www.pran bd.org) and Youth in Action on Climate (YAC) is going to organize a three day long Bangladesh Climate Camp- 09BC™ in association with Oxfam International. The Camp will be held in Noakhali from 16 to 18 October 2009

Bangladesh2day
online news portal

Metropolitan *more news on Metropolitan*

Bangladesh Climate Camp Oct 23-25

Metro Desk

Participatory Research and Action Network (PRAN) and Youth in Action on Climate (YAC) are going to organise Bangladesh Climate Camp '09 in association with Oxfam International on October 23-25 in Noakhali.

The objective of the three-day climate change campaign programme is to create awareness among youth for a movement for climate justice and encourage climate education, says a press release.

UNITING PEOPLE EVERYDAY

THE BANGLADESH TODAY

October 24, 2009

http://www.thebangladeshtoday.com/archive/October%2009/24-10-2009.htm

Foreign experts converge on Noakhali climate camp

BSS, Noakhali

Experts and environmentalists from six coun... have converged on Noakhali to devis... of climate change.

The three-day camp that be... adopt a policy putting in non-negoti...

Lawmaker and president of t... and environment Saber Hossain C... mp-2009' as the chief guest.

He said the global community ... for the very existence of their people a... e and due share of climate compensat... ...ations for us. We want justice for our peop... and take immediate actions to save the earth," the ch... ...gurate session.

Participatory Research and Action ...(PRAN) and Youth in Action on Climate (YAC) jointly organised the camp with the assistance of the OXFAM. The camp styled "Bangladesh climate camp-2009" is being attended by representatives from Bangladesh, India, Napal, Sri Lanka, Denmark and the United Kingdom (UK).

Saber Hossain said Bangladesh is one of the countries, which are most vulnerable to global warming. "Therefore, we need to act together to raise our common concerns so that we can create a political consensus among all vulnerable counties at global negotiation," he said and hoped that the three-day camp would help work out a common agenda for those countries.

সমকাল
নোয়াখালীতে প্রথম বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্প

The Independent

Where Truth and Ethics Matter

/ 16 Pages / Taka / Internet

A boat chain was formed in the River ... Barisal ... challenges ...

জনকণ্ঠ

যায়যায়দিন

৫ নভেম্বর ২০০৯

পরিবর্তন : বরিশালে জেজোড ... ও প্রান্তজন'র মানববন্ধন

Bangladesh CLIMATE CAMP

ক্যাম্প বুলেটিন

প্রথম সংখ্যা | ২৩ অক্টোবর ২০০৯ | শুক্রবার

তরুণরাই পারবে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে

জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী তরুণদেরকে জাতির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণের ধারণা বৃদ্ধি করা ও তাঁদেরকে সংগঠিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গতকাল বাংলাদেশ ক্লাইমেট ক্যাম্পের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন। এই তরুণদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই তিনি এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করছেন বলে তিনি নিজ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন।

ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবার পূর্বেই গতকাল রাত সাড়ে আটটায় সাবের হোসেন চৌধুরী ক্যাম্প ভেন্যুতে আসেন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন নোয়াখালী-৪ আসনের সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী, জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান এবং পুলিশ সুপার হারুন-অর-রশীদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ।

অতিথিবৃন্দ আসন গ্রহণ করার আলোচনার সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ক্যাম্প সমন্বয়কারী ও পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান)-এর প্রধান নির্বাহী নুরুল আলম মাসুদ। মাসুদ তাঁর সূচনা বক্তব্যে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলাদেশে তরুণ শ্রেণীর সংখ্যা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলে তরুণদেরকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনকে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বিষয় না বলে বরং সাধারণ মানুষের জীবনের বিষয় হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ক্যাম্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মাসুদ সাধারণ অভিবাসন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, একজন চাষি তার চাষের জমি হারিয়ে, শাক-সব্জি হারিয়ে, গরুছাগল-হাঁসমুরগি হারিয়ে তবেই অভিবাসন করতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর নানা দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আন্দোলনের তথ্য তিনি জানিয়ে বলেন, এই ক্যাম্পের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা অন্য অঞ্চল বা দেশের আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবেন।

মাসুদ তাঁর বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যক্ত করে বলেন, বর্তমানে যে দ্রুত হারে জলবায়ু পরিবর্তনের নজির দেখা যাচ্ছে তার জন্য পুরোপুরি মানুষই দায়ী। এ দায় কাদের, তারা কেন এটা করছে এবং আমাদের করণীয় কি এটি নির্ধারণ করা ক্যাম্পের আরেকটি বড়ো উদ্দেশ্য।

তিনি জানান, তিন শতাধিক আবেদন জমা হলেও মাত্র শতাধিক প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দেশের ৫১টি জেলা ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে তরুণ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন। মাসুদ এরপর জনাব সাবের হোসেন চৌধুরীকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, আমাদের জন্যে এখানে উপস্থিত হবার মূল উদ্দেশ্য হলো, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণদের অভিজ্ঞতা জানা। তিনি জানান জলবায়ু পরিবর্তন এখন খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, কৃষির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

সারাদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবীদের তুমুল ব্যস্থতা

তখনও অন্ধকার। সূর্যের আলো ফোটে নি; কিন্তু ক্যাম্প নারমিন, মাশুক, পলি, রাব্বিদের দৌড়ঝাপ দেখা গেলো। বাইরে ফেস্টুন লাগাচ্ছেন, ব্যানার টাঙাচ্ছেন, বিভিন্ন রকম শ্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ড লাগাচ্ছেন নানা জায়গায়। দেখতে দেখতে ক্যাম্প ভেন্যু নানা দাবির শ্লোগানে ভরে উঠলো।

মাসুদকে দেখা গেলো বিশাল এক ব্যানার লাগানোর চেষ্টা করছে ফারুক, আরিফ, ইয়াসিনসহ কয়েকজনকে নিয়ে। শোনা গেল ইতোমধ্যে সে একবার ব্যানারের উপর ঘুমিয়ে নিয়েছে।

বেলা ১২:০০টার দিকে পুকুর পাড়ে দেখা গেলো দিদার হোগলার পাটিতে রঙ করছে। কী ব্যাপার? দিদার কেন রঙ করার কাজ করছে? জানা গেলো, ওখানে ক্যামেরাম্যান যাচ্ছে!

ইতিমধ্যে ক্যাম্প ভেন্যুর সামনে 'স্বাগতম' লেখা বিশাল এক ওয়ালপেপার লাগানো হয়ে গেছে! ওদিকে মিলনায়তনের মধ্যে চেয়ার সাজাচ্ছে সুমনের নেতৃত্বে তানজীব আর মামুন।

ইতিমধ্যে অংশগ্রহণকারীরা জামাকাপড়ের লটবহর নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। পাশ থেকে কেউ একজন বললেন, মনে হচ্ছে "জলবায়ু ইজতেমা"। সবাই দেখার চেষ্টা করছেন, নিবন্ধন তালিকায় তাঁর নিজের নামটি আছে কি না। নিবন্ধনের ওখানে খুব ব্যস্থ নাসিমা, নারমিন, পলির সঙ্গে কথা বলাই ছিলো পৃথিবীর সবথেকে কঠিন কাজ!

হঠাৎ করেই দেখা গেলো ক্যাম্প ভেন্যুর প্রবেশ মুখে 'ফেসবুক'-এর ডিজাইনের একটা বিশাল ওয়ালপেপার ঝুলাচ্ছে ওহাব ও রণজিৎ যার উপর লেখা রয়েছে : What's on your mind? তো লিখতে শুরু করুন, আপনার মনে কী আছে?

Stop Harming, Start Helping

Bangladesh CLIMATE CAMP

ক্যাম্প বুলেটিন

প্রথম সংখ্যা | ২৩ অক্টোবর ২০০৯ | শুক্রবার

হিশেবে দেখা দিয়েছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনকে মানবাধিকারেরও একটি বিষয় হিসেবে অভিহিত করেন কেননা এর কারণে মানুষ জীবন ও জীবিকা হারাচ্ছে। তিনি বলেন এটি ন্যায়বিচারেরও একটি বিষয় কারণ উন্নত বিশ্বের কারণে কোটি কোটি মানুষ ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

তিনি অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে বলেন, এটি গঠন করা হয়েছে যাতে সরকার পরিবর্তন হলেও রাজনৈতিক দল-মতের ঊর্ধ্বে থেকে আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে পারি। পলিসি লেভেলে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি অংশগ্রহণকারীদের নিকট পরামর্শ আহ্বান করেন। তিনি আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেবার অনুরোধ জানান : সরকার যা করছে তা যথেষ্ট কি না? সরকারের কি করা উচিৎ এবং কোন বিষয়ের ওপর জোর দেয়া উচিৎ।

[illegible]

রিপোর্ট, উন্নত প্রযুক্তির ঘর তৈরি, পাঠ্য পুস্তকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা ও কৃষকদের সচেতন করার দাবি জানান। সিডিপি'র মাহবুব দক্ষিণাঞ্চলে নদী খনন, উত্তরবঙ্গে মরুময়তা রোধে পদক্ষেপ ও নিরূপ আবহাওয়ায় করণীয় সম্পর্কে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। মানবাধিকার কর্মী আশরাফ প্রতিবেশলাঙ্গল শিল্পায়ন, নিজেদের ঝুঁকি জোরালোভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরা, মিডিয়ার জোরালো ভূমিকা ও লোকায়ত জ্ঞান তুলে ধরার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সেন্টার ফর সোশ্যাল মার্কেট'র দোলন অভিযোজনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দেয়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দর কষাকষির জন্য দক্ষ নেগোশিয়েটর গড়ে তোলা ও স্থানীয় জনগণের কণ্ঠ জাগ্রত করার আহ্বান জানান। হিউম্যানিটিওয়াচ'র হাসান মেহেদী বেড়িবাঁধ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরি, লবণ সহনশীল স্থানীয় জাতের ধান তৈরি, চিংড়ি নীতিমালা তৈরি, সমুদ্রগামী জেলেদের রক্ষা, উন্নত দেশে অভিবাসন অধিকার দেয়া, সুন্দরবন রক্ষায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া ইত্যাদি দাবি জানান। সাতক্ষীরার জগদীশ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ইউএসটি'র তানিয়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জোটের পক্ষ থেকে উন্নত বিশ্বকে চাপ দেয়ার দাবি জানান। যশোরের সুমি জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রযুক্তি ও লোকজ ধারণার সমন্বয় করা, এবং নদী [illegible] নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের আহ্বান জানান। মাগুরার শ্রাবণী পাহাড় কাটা, বন ধ্বংস ইত্যাদি বন্ধ করার পাশাপাশি জলবায়ু বান্ধব শিল্পায়নেরও দাবি জানান। চাঁদপুরের শামসুননাহার নদীভাঙন রোধে সরকারের পদক্ষেপ দাবি করেন। দীপশিখা'র প্রকাশ চন্দ্র ধর অসময়ে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

জলবায়ু প্রতিরোধ করবো!

ক্যাম্পের মূল ফটকের বিলবোর্ডটি গভীর মনযোগের সঙ্গে পড়ছেন সামনের চায়ের আড্ডার একজন। অন্যজন পড়তে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, এইহানে কি করবো?

– সবাই একসাথ হয়া জলবায়ু প্রতিরোধ করবো!

'সাধারণ মানুষের এইসব ধারণা পাল্টানোর জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে', বললেন ক্যাম্পের একজন অংশগ্রহণকারী।

অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্যের পর নোয়াখালী-৪ আসনের সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নোয়াখালীর বিপন্নতা তুলে ধরেন এবং বনায়ন ধ্বংসে উদ্বেগ প্রকাশ করে পরিবেশ রক্ষার দাবি জানান।

সমাপনী বক্তব্যে জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান অবস্থা, বাংলাদেশের অবস্থান, উন্নয়ন প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্তি, রাষ্ট্রজোট গঠন কৌশল, নদীদূষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের উদ্যোগ নেয়ার আশ্বাস প্রদান করে রাত ১১টায় আলোচনা অনুষ্ঠানটি শেষ করেন।

রাতের খাবারের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক দিনের কার্যক্রম শেষ হয়।

ক্যাম্প বুলেটিন

দ্বিতীয় সংখ্যা | ২৪ অক্টোবর ২০০৯ | শনিবার

কোপেনহেগেনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির আইনি বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে

গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে ভর্তুকি প্রদান করার ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের আচরণে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি। আজ ক্যাম্পের প্রথম দিনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে, উন্নত বিশ্ব এখনও গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর ব্যাপারে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতায় যেতে চাচ্ছে না এবং এখনও ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোতে পর্যাপ্ত অর্থায়নের জন্য কোনো অঙ্গীকার করে নি। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনকে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক নম্বর হুমকি হিশেবে আখ্যায়িত করে জাতীয় ঐক্যের মধ্যদিয়ে এর মোকাবেলার আহ্বান জানান।

সাবের হোসেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হয়েও আমরা দুর্ভোগের শিকার। মালদ্বীপের মতো আমাদের লোকসংখ্যা তিন লাখ না যে আমরা আরেক জায়গায় জমি কিনে দেশ গড়ে তুলবো। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সহায়তা দরকার। কোপেনহেগেনে এ বিষয়ে একটা প্রতিশ্রুতির আশা করছি আমরা। কিন্তু উন্নত দেশগুলো কখনওই তাদের দেয়া কথা রাখে নি। ৭০'র দশকে জাতীয় আয়ের ০.০৫% অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তারা সে কথা রাখে নি। কিয়োটো প্রটোকল ভঙ্গ করেছে। ফলে আমাদের দাবি, কোপেনহেগেন সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলোর একটি আইনি ভিত্তি থাকতে হবে।

তিনি জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু হিশেবে চিহ্নিত করে বলেন, এর উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। হিমালয় পর্বতে বরফ গলার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় আরও বেশি ঢলের পানি আসবে। এই পানি প্রবাহ রক্ষার জন্য আমাদের নদীগুলোর ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে, ড্রেজিং করতে হবে। উপকূলীয় বাঁধগুলোর উপরে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে ৫১টি জেলার প্রতিনিধিদের প্রতি নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দলীয় রাজনীতি না করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আন্তরিকতার নজির হিশেবে আমরা এ বছর বাজেটে এ খাতে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। তিনি আরও যোগ [illegible] জন্য [illegible] ফান্ড' নামে একটি তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ও ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে জলবায়ু ন্যায্যতার জন্য [illegible]

[illegible] করে বলেন, আ[illegible] মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে উপকূলীয় মানুষের কথা তুলে ধরবেন। [illegible] উদাহরণ দিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে এখানকার প্রাণবৈচিত্র্য বিলুপ্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি অক্সফাম [illegible] উদ্যোগ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস [illegible]

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ (বাঁ থেকে) অক্সফাম'র কার্স্টি হিউস, পৌরমেয়র হারুনুর রশীদ আজাদ, উপাচার্য সঞ্জয় অধিকারী, সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী, জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ হাজারী, অক্সফাম'র মিশেল এংলেড, প্রান'র প্রধান নির্বাহী নুরুল আলম মাসুদ ও প্রধান অতিথি সাবের হোসেন চৌধুরী।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্জয় কুমার অধিকারী বিশেষ [illegible], জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পুরো দেশ হুমকির মুখে। [illegible] করা যায় এমন কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পাশাপাশি [illegible] উন্নত বিশ্বকে রাজি করাতে হবে।

[illegible] তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন শুধুমাত্র পরিবেশগত বিষয় নয় বরং তা খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্য ও বনায়ন, কৃষি, শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলাদেশের উপকূলের উদাহরণ তুলে [illegible] অঞ্চলের ১৪টি জেলা এখন পুরোপুরি হুমকীর সম্মুখীন। তিনি [illegible] রক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারি উদ্যোগ কামনা করি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি পৌরমেয়র হারুনুর রশীদ আজাদ উপকূলীয় অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে অক্সফাম'র কার্স্টি হিউস, মিশেল এংলেড, জিয়াউল হক মুক্তা ও ডানিডা'র রেশাদ আলম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রান-এর প্রধান নির্বাহী নূরুল আলম মাসুদ।

অংশগ্রহণকারীদের নয়টি দল গঠিত

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও চা বিরতির পর জিয়াউল হক মুক্তার সঞ্চালনায় ক্যাম্পের বিভিন্ন ধরণের দায়িত্ব পালনের জন্য কয়েকটি দল গঠন করা হয়। দলগুলো হলো :

- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : উৎপল (দলনেতা), জাবেদ, ফেরদৌস, মৌসুমী, জেবিন, শ্রাবন্তী, হাসনাত, হাবিব, ইকরাম, তুষার, জাল আমিন ও সৌরভ

- বিতর্ক : কাইয়ুম, নবীন, দেলোয়ার, আশরাফ, সোহেল, ইকরাম, হাবিব লিমন
- মোবিলাইজেশন : আরিফ, আশরাফ, রাজিব, সোহেল, হাবিব, নাসরিন নিয়াজ
- মিডিয়া : কাইয়ুম, হাসনাত, আল আমিন ও প্রান'র স্বেচ্ছাব্রতী কর্মীরা
- টেলিভিশন ইন্টারভিউ : জেরিন ও লুবনা
- প্রতিবেদন : দেলোয়ার, মনি, দোলন, আশরাফ, তানিয়া, জগদীশ ও আরিফ
- ফটোগ্রাফি : হাসনাত, সুমি ও নিয়াজ
- মনিটরিং : লিসা, নাসিমা মুন্নী ও ইমরান
- ট্যুরিজম : মামুন, বিষাদ, ফেরদৌস, প্রদীপ, জাহ্নবী, নাসিমা ও পারভীন

গভীর রাতেও কর্মীদের ব্যস্ততা

ক্যাম্পের অংশগ্রহণকারীদের ব্যাগে ভরা হচ্ছে ... ...? না, এখন বলা যাবে না। কিন্তু সে কেজি পাঁচেক তো হবেই!

উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে শেখা : ড. আহসানের জলবায়ু বিষয়ক সেশন

থিমেটিক সেশন সাধারণত কাঠখোট্টাই হয়। সে শঙ্কা নিয়েই সবাই দ্বিতীয়বার ঢুকলো মিলনায়তনে। কিন্তু এ কি? জলবায়ু পরিবর্তন তো জলবৎ তরলং! বিশিষ্ট আইপিসিসি'র সাবেক কন্ট্রিবিউটর ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আহসান উদ্দীন আহমেদ জলবায়ু পরিবর্তন বোঝাতে গিয়ে তেমন কোনো টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করলেন না বললেই চলে। আর মাঝে মধ্যেই রসিকতা। পৃথিবী জুড়ে উদাহরণ ও বৈজ্ঞানিক ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন যে হচ্ছে সেটাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করছেন তারা কার্বন নির্গমনকারীদের নিকট থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত অথবা না বুঝে সমর্থক।

তিনি বাংলাদেশের ঝুঁকিগুলো বিশ্লেষণ করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে সব জায়গায় একই রকম হবে এমন নয়। এক্ষেত্রেও অসমতা রয়ে গেছে। উপকূলীয় জেলে, সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জনগণ, উত্তরাঞ্চলের কৃষিমজুর, ঢাকার বস্তিবাসী, চট্টগ্রামের পাহাড়ের পাশে বসবাসকারী – এরা সবাই জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সর্বাধিক ক্ষতির শিকার হবে। ড. আহসান কার্বন নির্গমনকারী সেক্টরগুলোর উপর আলোকপাত করে তিনি বিদ্যুৎ উৎপাদন, বৃহৎ শিল্প ও ভোগকেন্দ্রীক যন্ত্রপাতি ব্যবহারকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী করেন।

দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা ব্যাপী চলা এ সেশনের শেষভাগে তিনি অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা শোনেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

ঘুম যখন খ্যাতি!

গত রাত্রির বেলা ঘোষণা হয়েছে যে আজ সকল অংশগ্রহণকারীকে ক্যাম্পের ব্যাগে বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনা, ভিডিও এ অন্যান্য ডকুমেন্ট প্রদান করা হবে।

রাত ১২টার পর সবাই কাজ শুরু করলেও স্বেচ্ছাসেবকদের স্বঘোষিত নেতা কাজলকে শুয়ে থাকতে দেখা গেলো। ওমা! এরই মধ্যে সে ঘুমিয়েও পড়েছে।

এরই মধ্যে কেউ একজন কুম্ভকর্ণের সাথে তুলনা করলে আরেকজন বললো, জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেই বিখ্যাত হয়ে গেছেন। অপরদিকে আমাদের কাজল ভাই শুধুমাত্র ঘুমিয়েই বিখ্যাত।

জলবায়ু পরিবর্তনইউরোপীয় ইউনিয়নের সংবেদনশীলতার দাবিতে

মোমবাতি সমাবেশ

সন্ধ্যেবেলা প্রায় দেড় শ' অংশগ্রহণকারী পায়ে হেঁটে চলে যান শিল্পকলা একাডেমির সামনে। তখন কারো কারো যে শ্লোগান দিতে ইচ্ছে করে নি তা হলফ করে বলা যায় না। কোত্থেকে যেনো শোনা গেলো, জাগো নারে ...।

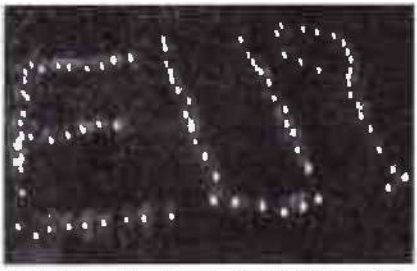

শিল্পকলার সামনের মাঠে সারি করে দাঁড়িয়েছেন সবাই। হাতে হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। ওপরের মোমবাতির আলোয় অপূর্ব দৃশ্যকলার সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মোমবাতির আলোতে লেখা 'ইউ' জ্বলন্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে গতকাল থেকে বসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকের দিকে।

মোমবাতি সমাবেশ থেকে পদযাত্রা করে এসে ক্যাম্প ভেন্যুর সামনে আবারও একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যেবেলায়ই সমাবেশের ছবি চলে যায় ইউরোপীয় মিডিয়াগুলোর দপ্তরে।

নারী যেন সব নেতির শিকার, জলবায়ু পরিবর্তনেরও

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শারমিন নিলোর্মী গতকাল আমাদের জানিয়েছেন অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাবকের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও নারীরা ভীষণভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছে। তিনি নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অধিকারের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন।

Bangladesh
CLIMATE CAMP

ক্যাম্প বুলেটিন

তৃতীয় সংখ্যা | ২৫ অক্টোবর ২০০৯ | রবিবার

জলবায়ু ন্যায্যতার জন্য তরুণদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান

ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনে তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে জিয়াউল হক মুক্তা জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নব কষাকষির উদাহরণ টেনে ধরে অনুন্নত দেশগুলোর সমস্যাগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসঙ্ঘ সনদে স্বাক্ষর ও অঙ্গীকার করলেও পরবর্তীতে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মতো সর্বোচ্চ কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলো কিয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর করে নি। কিয়েটো প্রটোকলের মূল বিষয় ছিলো ২০১২ সালের মধ্যে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের হার ১৯৯০ সালের তুলনায় কতোটুকু কমানো হবে তার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ। কিন্তু যাদের জন্য এ প্রটোকল তারাই এটা না মানার কারণে ব্যর্থ হয়। বিগত ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালি সম্মেলনে অভিযোজনের কথাটি তোলা হয়। জনাব মুক্তা কিয়েটো প্রটোকলের উদ্দেশ্যাবলী স্মরণ করে যৌথ লক্ষ্য, প্রশমন, অভিযোজন, অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের দাবি জানান।

তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, শুধুমাত্র অর্থ সরবরাহ করলেই হবে না, বিনামূল্যে প্রযুক্তিও হস্তান্তর করতে হবে। এসব প্রযুক্তির পেটেন্ট উন্নত বিশ্ব দাবি করবে না সে নিশ্চয়তা দিতে হবে। অপরদিকে অভিযোজনের ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব জ্ঞান ও প্রযুক্তির মেধাস্বত্ব আমাদেরকে দিতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ দাবির স্বীকৃতি দাবি করে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সকল তহবিল ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের সম্মতিতে ব্যবহারের দাবি জানান। তিনি এ বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় কি কি কাজ করা হবে, তহবিল ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে, কমিউনিটিতে কি ধরণের সহায়তা যাবে ইত্যাদি বিষয় মনিটরিং করার জন্য তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় অধিবেশনে এসআরডিসি'র নির্বাহী পরিচালক তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী ব্যক্তিগত ও কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমেই জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন করা সম্ভব। এ সম্পর্কে তিনি যাতায়াতের ক্ষেত্রে এরোপ্লেনের পরিবর্তে বাস বা ট্রেন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ চারটি দলে বিভক্ত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে করণীয় সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

তৃতীয় অধিবেশনে [illegible] পার্থ [illegible] গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর [illegible] করে বলেন, [illegible] মানুষ [illegible] করে এমন [illegible] নি, বরং এমন জনগো[illegible] বা নেগেটিভ [illegible]।

এ প্রসঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সমালোচনা করে বলেন, এসব কোম্পানি একদিকে অধিক কার্বন নির্গমন করে এমন দ্রব্য উৎপাদন করছে এবং তার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে অপরদিকে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করে অভিযোজনের নামে উন্নয়নশীল বিশ্বে বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন বা পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ইত্যাদি শব্দাবলীরও একটি রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়িয়েছে।

[illegible]

ক্যাম্পের কমিটি বিতর্ক

[illegible] বিবৃতি, আন্দোলন

বা[illegible] কমিটি গঠনের মাত্র একদিনের মধ্যেই তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

বঞ্চিত অংশগ্রহণকারীগণ এ কমিটির বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে বাতিল বা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। দাবি না মানা হলে তারা আন্দোলন ও 'কমিটিহীন কমিটি' গঠনের হুমকি দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সেলিম অভিযোগ করেন যে তার বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আয়োজকগণ পক্ষপাতিত্ব করে কমিটিতে রাখে নি। তিনি 'টিক টিক' বা 'কমিটিহীন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠনের হুমকি দেন।

অপর বঞ্চিত ব্যক্তিও জানান, সারারাত কাজ করার পরও আমাকে কমিটিতে রাখা হয় নি। আদিবাসী এক সদস্য একই অভিযোগ করেন। সুদূর ঢাকা প্রবাসী রনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন রেমিটেন্স-এর টাকায় দেশ চলে অথচ প্রবাসীদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

খাটো বলে কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এমন অভিযোগ করলেন দীর্ঘ দুই দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জোনায়েল। তিনি বলেন, সাইজে ছোট বলে আমার দিকে দৃষ্টি পড়ে নি।

কমিটি গঠনের মধ্যে মাসুদের সাম্রাজ্যবাদি প্রথা সংশ্লিষ্ট অভিযোগ করেছেন ফেনীর মিলু। 'মাসুদ ভাইয়ের নামে আতাঁত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে।' - এমনই মত মিলুর।

এদিকে আন্দোলনকারীরা এক বিবৃতিতে আগামী ২৬ অক্টোবরের মধ্যে কমিটি বিলুপ্ত বা সংস্কার না করলে ক্যাম্প অচল করে দেবার ঘোষণা দেন।

প্রতিবেদকের ভাষ্য

ঘটনা অনুসন্ধানে দেখা যায়, কমিটি গঠনের সময় বঞ্চিতদের সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তাঁদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সর্বশেষ

কর্তৃপক্ষ কয়েকজন আন্দোলনকারীকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে রাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছেন। কমিটিভুক্ত সদস্যরা হলেন : সংস্কৃতিতে মানব, ইকরাম-উদ-দৌলা হানিফ মাহমুন, মোবিলাইজেশনে কল্লোল ও রাজন, টেলিভিশন সাক্ষাতকারে সাইফুল এবং প্রতিবেদনে লাবনী, উষা ও সুমি। নতুন করে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মতামত নেবার জন্য বারবার ফোন করেও পাওয়া যায় নি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রথম দিনের কার্টং গুলং (কারো কারো মতে) অধিবেশনগুলোর পর দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে ক্যাম্প ভেন্যু কাঁপতে শুরু করে গান, নাটক, হৈ-হুলোহুড় আর মজার মজার অনুষ্ঠানে। সকাল হতে না হতেই গান-অভিনয়, দুপুরের পর দেখা গেল গান ঢুকে গেছে সেশনের মধ্যেই, সন্ধ্যায় অ্যাকশন মুভি দেখার পর আবার গান। এরই মধ্যে মাসুদের সঞ্চালনায় অভিনব অনুষ্ঠান সকলকে মোহিত করে দিলো। ওহ হো, বলা হয় নি যে তরুণদের ভিক্ষুক দল সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দশ টাকা আয় করতে সক্ষম হয়েছে। তবে গাছতলার বৃদ্ধ মোবাইলের লোভে ধ্যান ভেঙে শেষ পর্যন্ত মোবাইল পেয়েছিলেন কি না সে খবর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। রাতের বেলা ছাদে দেখা গেলো বিপুল আয়োজন। ঠাঁই নেই সেখানে, রক-র‍্যাপ-ফোক দ্বারা একাকার! এ প্রতিবেদক ভয়ে সেদিকে আর যান নি!

আবারও প্রতিবাদ?

জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে আয়োজিত ক্যাম্পে কোনো বৈশ্বিক মানের পানীয় না থাকায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দলের জন (কথিত) বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবৃতি দিয়েছেন। তারা বলেছেন, কর্তৃপক্ষের এ ধরণের আচরণ ন্যাক্কারজনক ও ক্যাম্পের মর্যাদা হানিকর। অবিলম্বে পানীয় সরবরাহের দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মধু, রুদ্র, বিষাদ, নব, জামান, এলাহী ও মোহন। খবর : বিজ্ঞাপন বিভাগ

মৎস্যবালক?

এতোদিন মৎস্যকন্যার কথা শোনা গেছে কিন্তু মৎস্যবালক, কখনওই নয়। সকাল বেলা হঠাৎ ক্যাম্প ছাদে হৈ হুলোস্থূল। কী হলো? দেখা গেলো পেছনের পুকুর থেকে অর্ধনগ্ন এক পুরুষ আবাসিক কক্ষের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। সবাই বললেন, এ কি মৎস্যপুরুষ নাকি? না, গোসল করতে গিয়ে গজার মাছের আক্রমণে পানিতে অভিযোজন করতে না পেরে দ্রুত মাইগ্রেশন করেছেন। ঘটনাটি ক্যাম্পে কিছুক্ষণ হাস্যরসের যোগান দেয়।

... ছেড়ে বাইরের চায়ের দোকানে আড্ডায় মেতে উঠেছেন তিনজন ঊর্ধ্বতন ...

এই বুলেটিনটি এইবারের 'জলবায়ু ইকডেমাই' আর্থেরি দোলাক্তাত হিসাবে প্রধান নবকন্দাজ নূরুল আলম মাসুদের প্ররোচনায় প্রকাশিত হইলো।

প্রতিবেদন দলের সহায়তায় এই বুলেটিনটি সম্পাদনা করেছেন

ক্যাম্প চলাকালীন সময়ে প্রায় সকল অংশগ্রহণকারীই চেষ্টা করেছিলো ক্যাম্প স্মৃতিটি ধরে রাখার জন্য। কেউবা ডিজিটাল ক্যামেরা, কারো ভিডিও ক্যামেরা কেউবা চেষ্টা করেছে তাঁর সেলফোনে। সবার ছবিগুলো একত্রিত করলে তার সংখ্যা প্রায় দশ হাজারেরও বেশি। এ প্রতিবেদনে কয়েকটি ছবি সংযুক্ত করা হলো।

ক্যাম্পের প্রথম দিন সকল অংশগ্রহণকারী নোয়াখালী শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীগণ হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে ইংরেজিতে **'ই ইউ ?'**-এর মতো করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। পরে নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে.....

দাবি একটাই, জলবায়ু ন্যায্যতা নিশ্চিত কর

ক্যাম্প গেইট, ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চারপাশের নিত্য-চেহারায়

ক্যাম্প উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি

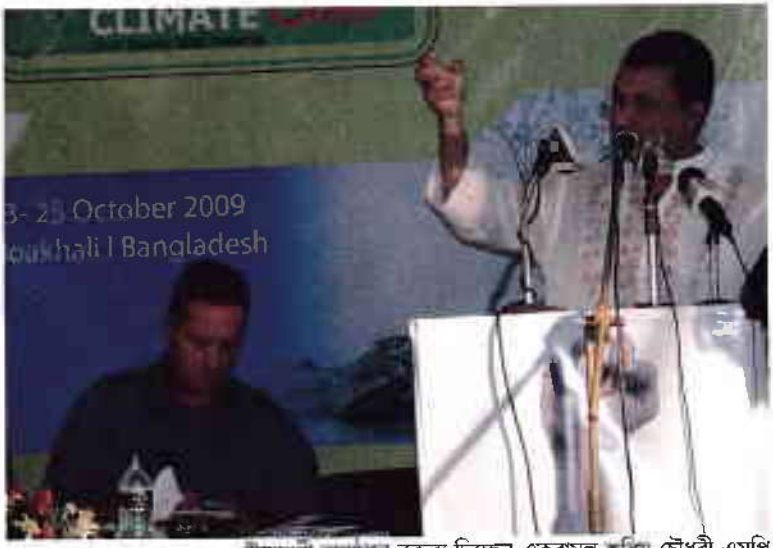

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন একরামুল করিম চৌধুরী এমপি

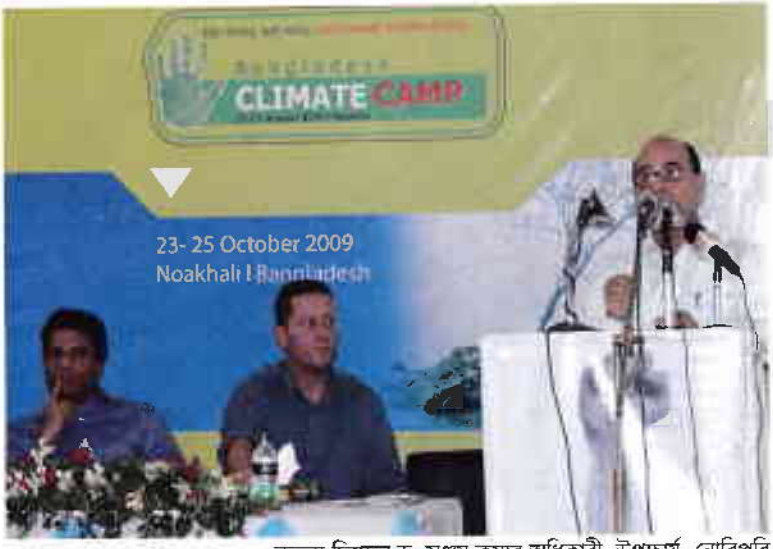

বক্তব্য দিচ্ছেন ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী, উপাচার্য, নোবিপ্রবি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন কাস্ট্রটি হিউ, অক্সফাম

ক্যাম্প দেয়ালিকায় লিখছেন একরামুল করিম চৌধুরী এমপি, পাশে সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন জিয়াউল হক মুক্তা, অক্সফাম

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি, গণমাধ্যমকর্মী ও অংশগ্রহণকারী

জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে ক্যাম্প দেয়ালিকায় লিখছেন একজন অংশগ্রহণকারী

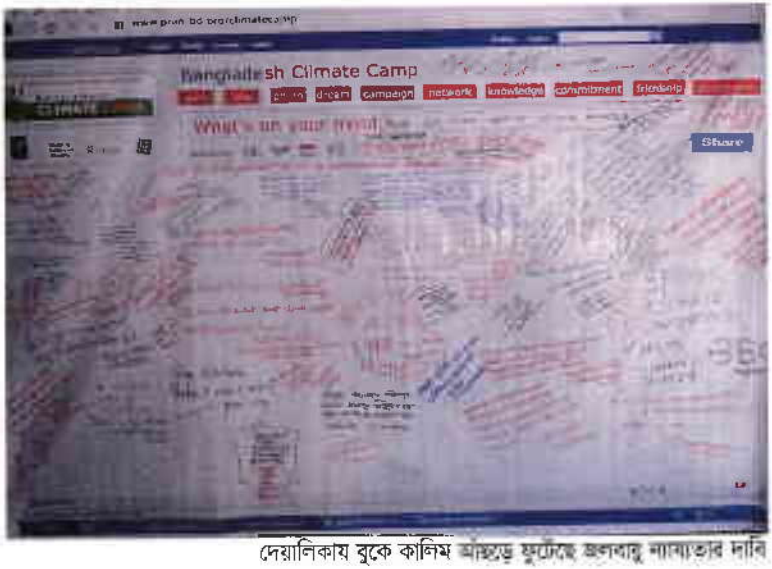

দেয়ালিকায় বুকে কালিম আঁচড়ে ফুটেছে জলবায়ু ন্যায্যতার দাবি

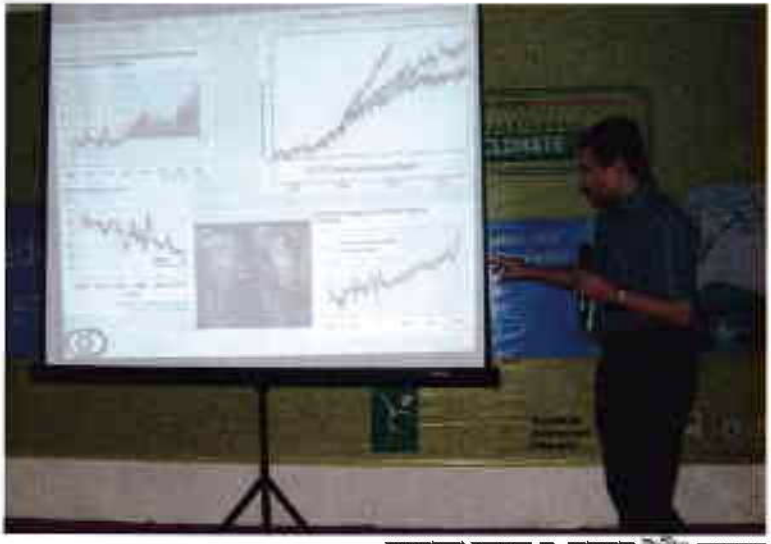

আলোচনা করছেন ড. আহসান উদ্দীন আহমেদ

ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও বোঝাপড়া

শুধু আলোচনাই নয়, গানও ছেড়েছে সমান-তালে

জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞান নিয়ে সাজানো হয়েছে 'ক্যাম্পস্টল'

আমরা করবো জয়.....

বৈশ্বিক দরকষাকষির প্রাক-প্রস্তুতি, চলছে বিতর্ক- বিষয় জলবায়ু ন্যায্যতা

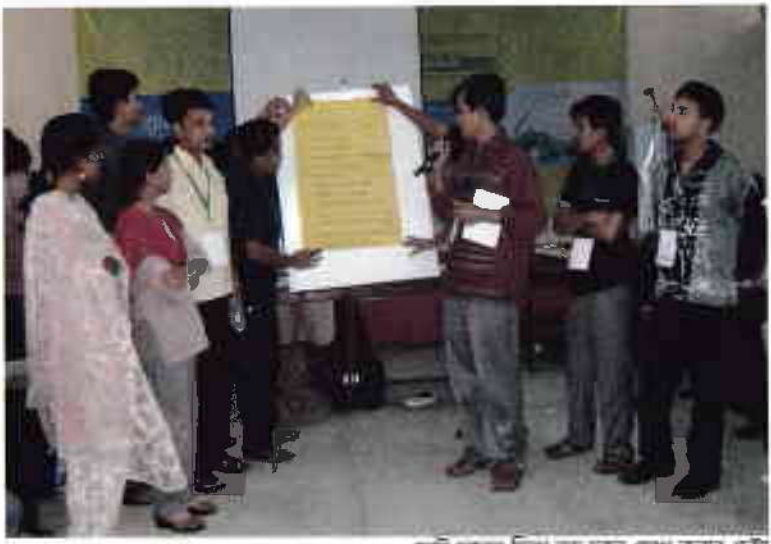

ছোট দলের চিন্তা বড় দলে যোগ করার চেষ্টা

জলবায়ু ন্যায্যতার লড়াইয়ে আমিও আছি

প্রতিদিন সকাল শুরু হয়েছে এরকম আলোচনা দিয়ে, তারপর নানা আয়োজন...

শেড়ক- মাটিতে জোড়া লাগানো নিরন্তন চেষ্টা.....

ছোট দলের চিন্তা বড় দলে যোগ করার চেষ্টা

জলবায়ু ন্যায্যতার লড়াইয়ে আমিও আছি.....

ছোট দলে আড্ডা ও চর্চা

ন্যায্যতার দাবি : তিনটি কালো গেঞ্জি, তিনখানা মোমবাতি এবং তিন তাগড়া যুবক...

আমার আকাশ থেকে সরাও তোমার কার্নিশ.....

ক্যাম্প স্টেশান, সারাক্ষণ মেতে ছিল অজস্র প্রাণে

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক- প্রান
বাড়ি # ৫, সড়ক # ৩০, হাউজিং এস্টেট
মাইজদী, নোয়াখালী- ৩৮০০।
ফোন : ০৩২১- ৬১৯২০, ০১৮১৯ ৪৪৯ ৭১০
ই-মেইল : info@pran-bd.org
www.pran-bd.org